এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ বারুইপুর-কাণ্ডে তৃণমূলকে আক্রমণ শমীকের
সোদপুরে স্ত্রীকে কুপিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর ৩

কলকাতা ৯ জুলাই ২০২৬ ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.07.2026, Vol. 20 Issue No. 29, 8 Pages, Price 3.00

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

ঘটনার পুনর্নির্মাণে গিয়ে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা

এনকাউন্টারে খতম অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনে মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অন্যতম অভিযুক্তের মৃত্যু হল এনকাউন্টারে। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল।

রাত ১২টা ৪৫। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাতের সেই অন্ধকারেই বারুইপুর কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে সূর্যপুরের সেই অপরাধস্থলে নিয়ে হাজির হয় পুলিশ। অপরাধস্থলের আশপাশে খুব একটা বসতি নেই। জলা জায়গা। তার মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। তদন্তকারী অফিসারেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে ঘটনার পুনর্নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। প্রভাসের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন ক্যানিং থানার পুলিশ সার্কলের (পিসি) ইনচার্জ রনি সরকার। পুলিশের দাবি, আচমকাই রনির কোমর থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে জলা জমি ধরে পালানোর চেষ্টা করেন প্রভাস। পিছু ধাওয়া করেন পুলিশ অফিসারেরাও। ঠিক তখনই পুলিশকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালান প্রভাস। নিজেকে এবং সহকর্মীদের বাঁচাতে তৎক্ষণাৎ সার্ভিস রিভলভার দিয়ে প্রভাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বারুইপুর থানার পিসি ইনচার্জ অর্ঘ্য মণ্ডল। গুরুতর জখম হয় প্রভাস। তাকে দ্রুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে পুলিশ

এদিকে এই এনকাউন্টারের ঘটনায় জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানান, এই ঘটনার পরে যাবতীয় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া এবং নিয়মমাফিক তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বারুইপুরের ঘটনায় প্রথম অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রভাস মণ্ডলকে। নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার দিন শেষবার তার সঙ্গেই দেখা গিয়েছিল অভিযুক্তকে। সিসিটিভি ফুটেজে তাকে চিহ্নিত করার পরেই গ্রেপ্তার

গ্রেপ্তার আরও এক

■ **বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই নৃশংস ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কবীর মোল্লা নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ, বারুইপুর এসওজি এবং জেলা পুলিশ। কবীরের গ্রেপ্তারির পরে এই চাঞ্চল্যকর মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার।**

করে পুলিশ। প্রভাসই পুলিশকে জানায় কোথায় ফেলা হয়েছিল নাবালিকার দেহ। তাকে জেরা করেই মিলেছিল মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দারের নাম। কিন্তু এর পরেই বার বার বয়ান বদলাতে থাকে অভিযুক্ত। তদন্তকারীদের দাবি, বার বার ভুল তথ্য দিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল প্রভাস। জেরায় কখনও সে দাবি করেছিল, ১০ হাজার টাকার টোপ দিয়ে ওই কিশোরীকে নিয়ে আসতে বলেছিল আনন্দই। এ ছাড়া এই ঘটনায় তার কোনও ভূমিকা ছিল না বলে দাবি করে প্রভাস। অথচ মুখোমুখি জেরায় প্রভাসের এমন ভূমিকার কথা অস্বীকার করে অন্য অভিযুক্ত আনন্দ। একে অন্যের উপরে দোষ চাপাতে থাকে। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনায় সমান ভাবে জড়িত প্রভাসও। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন আনন্দ ও প্রভাসের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত একই জায়গায় ছিল।

এর পাশাপাশি কিশোরীর উপরে কী ভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছিল অভিযুক্ত প্রভাস। সেই ভিডিয়োয় অভিযুক্তকে বলে, 'মেয়েটি চিৎকার করছিল। ওর গলায় পা তুলে ধরে তার পরে টেনে নিয়ে বাগানের মধ্যে চলে যায় আনন্দ ও তার তিন জন বন্ধু।' এর পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে তাতেও নাবালিকার গলায় চাপ পড়ার চিহ্নের কথা উল্লেখ ছিল। তাই ঘটনার তদন্তে প্রভাসকে জেরা করে আরও তথ্য পেতে চেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তাই পুনর্নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন তদন্তকারীরা। কিন্তু সে সময়েই পালানোর চেষ্টা করতেই এই ঘটনা।

'অন্যায়ের শাস্তিই পেয়েছে', একসুর প্রভাসের মা-স্ত্রীর

প্রশাসনে ভরসা নির্যাতিতার বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনকাউন্টারের ঘটনায় নতুন করে শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। একদিকে যখন রাজ্যের বিরোধী দলগুলো এই এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, ঠিক সেই সময় তদন্তের উপর আস্থা রাখার কথা জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। একই সঙ্গে মৃত অভিযুক্তের স্ত্রীও দাবি করেছেন, তাঁর স্বামী নিজের কাজের ফল ভোগ করেছে।

হাসপাতালে প্রভাস মণ্ডলের দেহ শনাক্ত করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর স্ত্রী বলেন, 'ও যেরকম ছিল, তাতে আমার মনে হয়, ওই এই কাজ করেছে। বিয়ের পর থেকেই অনেক নোংরামো করতে দেখেছি। অনেক অত্যাচার সহ্য করে কষ্ট করে সংসার করছিলাম।' এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ও যে অন্যায় করেছে, তার শাস্তি পেয়েছে। আমি আগেও দেখেছি, ও নানা ধরনের অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল।' তিনি জানান, পুলিশ মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্যই তাঁকে হাসপাতালে ডেকেছিল। তবে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা না করে দেহ গ্রহণের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না বলেও স্পষ্ট করে দেন।

উল্লেখ্য, তাঁদের একটি সন্তান রয়েছে।

অন্যদিকে, ঘটনার তদন্ত নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার বাবা। তিনি বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনের উপর আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না। আমরা বিশ্বাস করি, পুলিশ সঠিক তদন্ত করছে এবং সব অপরাধী আইনের আওতায় শাস্তি পাবে। আমরা শুধু আমাদের মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার চাই।' তিনি জানান, এনকাউন্টারের ঘটনার বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত জানা নেই। তবে পুলিশ যেভাবে দ্রুত তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে পরিবারের আশা আরও বেড়েছে।

পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থলের পুনর্নির্মাণের সময় প্রভাস মণ্ডল এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রিভলভার কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় পুলিশ পালটা গুলি চালালে তিনি আহত হন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। বারুইপুর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ফের যুদ্ধ ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই: যুদ্ধবিরতি শেষ। ইরানে ফের হামলার ইঙ্গিত দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার থেকে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে হামলা, পাল্টা হামলা শুরু হয়েছে। নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। সেই পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে সব সম্পর্ক 'ছেদ' করার কথা জানালেন ট্রাম্প। এ-ও জানান, তিনি মনে করেন ইরানের সঙ্গে যে সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষর হয়েছিল, তা শেষ। অর্থাৎ, দু'দেশের মধ্যে যে যুদ্ধবিরতি চলছিল, তা শেষ করে পুরোদমে যুদ্ধের পথে হাঁটতে পারে আমেরিকা। এদিকে, বুধবার ভোর থেকে (স্থানীয় সময়) ইরানে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর মিলেছে। সে দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্ফোরণ ঘটেছে। অন্যদিকে, ট্রাম্পের ঘোষণার পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৬ শতাংশেরও বেশি।

ফের গরহাজির অভিষেক, কড়া পদক্ষেপ দাবি তদন্তকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তদন্তপ্রক্রিয়াকে শ্লথ করে দিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে হাজিরা এড়াচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিজে মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ সম্পর্কে এমনই অভিযোগ সিআইডি-র।

বুধবার কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার জন্য ডাক পড়েছিল অভিষেকের। এ নিয়ে দ্বিতীয় বার। তবে এ বারেও তিনি বিধাননগর আদালতে উপস্থিত হননি। প্রায় দু'ঘণ্টা আদালতে অপেক্ষা করেন সিআইডি আধিকারিকেরা এবং কণ্ঠস্বর-নমুনা সংগ্রহ করার বিশেষজ্ঞেরা। দু'ঘণ্টা পরেও অভিষেক উপস্থিত হননি দেখে সরকার পক্ষের আইনজীবী

ডিজে-কণ্ঠস্বর

বিভাস চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তদন্ত বিলম্বিত করবার জন্যই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই কাজ করছেন অভিষেক। ওই কথা আদালতকেও লিখিত ভাবে জানিয়েছে সিআইডি। তাতে বলা হয়েছে, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছাকৃত ভাবে আদালতের নির্দেশ মানছেন না। যাতে তদন্ত বিলম্বিত হয় সেই জন্যই এমনটা করছেন।' আইনজীবী চট্টোপাধ্যায় বিচারকের কাছে আর্জি জানান, বারবার আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে। এ বার কড়া পদক্ষেপ করা হোক অভিষেকের বিরুদ্ধে।

এর আগে বিধাননগর আদালত ৩০ জুন অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিল। সে দিন আদালতে যাননি অভিষেক। বুধবার সিআইডি-র যুক্তি, কণ্ঠস্বরের নমুনার উপরেই এই মামলার তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া নির্ভর করছে। কিন্তু অভিষেক ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্তে অসহযোগিতা করছেন।

তৃণমূলের মিছিলে তুলকালাম, মমতার আঙুল পুলিশের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের মিছিলে তুলকালাম পরিস্থিতি। বুধবার মমতাদের মিছিল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে শুরু করে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ করার কথা ছিল। মিছিলের সময়ও বেঁধে দিয়েছিল হাইকোর্ট। দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। মিছিলে ১,০০০ জনের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু মিছিল শুরুর খানিকক্ষণ পরেই শুরু হয় অশান্তি। কালীঘাট তৃণমূলের মিছিলে হামলার অভিযোগ ওঠে। বিজেপির লোকজন তাদের বেশ কয়েক জন নেতা-কর্মীকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে।

বালিগঞ্জে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক অনুগামীকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তবে

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত না বিজেপিকে দায়ী করেছেন, তার চেয়ে বেশি দোষ চাপালেন পুলিশের ঘাড়ে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির দলদাস হয়ে গিয়েছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশমতো নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারেনি। আদালত অবমাননার অভিযোগ নিয়ে আবার তিনি আদালতে যাচ্ছেন বলে জানালেন তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা জানান, আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই তাঁর দলের যুব সংগঠন এই মিছিল করেছিল। কিন্তু বিজেপি বাইক মিছিল করে এই কর্মসূচি ভন্ডুল করেছে বিজেপি। মমতার অভিযোগ, সকাল থেকে তাঁর কাছে হুমকি আসছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হাজারখানেক বাইক নিয়ে মিছিল করেছে সকালে। কারও মাথায় হেলমেট নেই। চিৎকার করতে করতে আমাকে ভয় দেখিয়েছে। তখন পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে।' এর পর বিজেপি সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমরা কী করে সরকারে এসেছো, সেটা তো জানি। মানুষকে সুরক্ষা দাও। এমনিতে হাউস অ্যারেস্ট করে রেখেছে। আমাদের আটকে রাখছে। যেখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে পুলিশ নেই।' আবার বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'সকাল থেকে বালিগঞ্জ থেকে কালীঘাট পর্যন্ত ডিজে বাজাচ্ছে। মেয়েদের মারধর করা হয়েছে। ছেলেদেরও মারধর করা হয়েছে। এই পরিবর্তন বাংলা চেয়েছিল?'

২০ দিনেই সেতু, দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থায়ী বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষায় পাহাড়ে ভূমিধস ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সেখানে স্থায়ী বাহিনী মোতায়েন করার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকেই দার্জিলিং পাহাড়ে আধুনিক সরঞ্জাম-সহ ৫০ সদস্যের একটি স্থায়ী সিভিল ডিফেন্স দল মোতায়েন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। নবান্ন থেকে বুধবার ভার্চুয়ালি দুধিয়া বেইলি ব্রিজ উদ্বোধন করে তিনি জানান, ভবিষ্যতে পাহাড়ে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যেই এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছরের অক্টোবর মাসের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক সমন্বয় বৈঠক হয়েছে এবং পাহাড়ে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসনকে সর্বদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, এই বিশেষ সিভিল ডিফেন্স ইউনিটে প্রথম পর্যায়ে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে অগ্নিবীরদেরও নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, রাজ্যে তিনটি পৃথক বিশেষ উদ্ধারকারী ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে ১০০ সদস্যের একটি ইউনিট কলকাতায়, ৫০ সদস্যের একটি ইউনিট সাগরদ্বীপে এবং আরও একটি ইউনিট দার্জিলিং-কালিম্পং-খরসাং পাহাড়ি অঞ্চলে মোতায়েন থাকবে। পুলিশ, দমকল ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই বাহিনী উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে অংশ নেবে।

রাস্তাতে আবর্জনা ফেললে জরিমানা

সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, নিষিদ্ধ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার, প্রকাশ্যে থুতু ফেলা এবং প্রকাশ্যে প্রস্রাব করার বিরুদ্ধে ২০০ টাকা জরিমানা কার্যকর করা হবে। একই সঙ্গে আগামী দু'মাসের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৫০ হাজার সাফাইকর্মীর হাতে 'স্বচ্ছ কবচ' সুরক্ষা কিট তুলে দেওয়ার উদ্যোগও শুরু হল।

নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত 'স্বচ্ছ কবচ' কর্মসূচির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পরিচ্ছন্নতা শুধু সরকারি কর্মসূচি নয়, এটি নাগরিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্বেরও অংশ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে এবং সেই ভাবনাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গেও পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু পরিকাঠামো নির্মাণ করলেই হবে না, শহর ও নগরাঞ্চলকে দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ করে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, আসানসোল, দার্জিলিং কিংবা দীঘা, প্রতিটি শহরেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সবুজায়নের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। পরিবেশ দূষণের কারণে শিশু, প্রবীণ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানান, 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচির আওতায় মাত্র ১০ দিনের রাজ্যব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ২,৪০০-রও বেশি আবর্জনামুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং ২,৩০০টি বদ্ধ নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে নির্মল বন্ধু, সাফাইকর্মী, পুরসভা ও পুরনিগমের কর্মী এবং জেলা প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা রয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন, 'স্বচ্ছ কবচ' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি সাফাইকর্মীকে রেইনকোট, সুরক্ষা জ্যাকেট, গ্লাভস, গামবুট এবং টুপি-সহ একটি পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা কিট দেওয়া হবে। আগামী দুই মাসের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত নির্মল বন্ধু ও সাফাইকর্মীর হাতে এই কিট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক সাফাইকর্মীর নথিকরণ করা হবে এবং তাঁদের প্রতি তিন মাস অন্তর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থাও করা হবে।

ফের কিলার কিলিয়ান নাকি হাকিমিদের বদলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার জিলেট স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ফ্রান্স ও মরক্কো। বিশ্বকাপের জন্য সাময়িকভাবে এই মাঠের ক্ষ্মবস্টন স্টেডিয়ামক্ষ্ম নামকরণ করা হয়েছে। এই বিশ্বকাপে বস্টন তাদের শেষ ম্যাচটি আয়োজন করবে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার চার বছর পর, ফ্রান্স ও মরক্কো সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আবারও একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে। গতবার কাতারে ফরাসিরা ২-০ গোলে জিতে ফাইনালে জায়গা করে নিয়ে মরক্কোর ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল। আর এবার ফক্সবোরোতে উত্তর আফ্রিকার এই দলটি সেই হারের প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

এটি এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচগুলোর একটি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফিফার সর্বশেষ পুরুষদের

র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১ নম্বর দল ফ্রান্স, তাদের টানা তৃতীয়বার ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে টুর্নামেন্টে এগিয়ে চলেছে। লে ব্লুজ এই বিশ্বকাপে প্লাস-১২ গোল ব্যবধান সহ নিখুঁত ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে, যদিও শেষ ১৬-র লড়াইয়ে প্যারাগুয়ের কাছ থেকে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। সেই ম্যাচে সুপারস্টার স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপের দ্বিতীয়ার্ধের পেনাল্টি কিক থেকে করা গোলে ১-০ ব্যবধানে জয় পায় ফ্রান্স। বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলদাতা এমবাপে আবারও গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে রয়েছেন। ২৭ বছর বয়সী এই তারকা সাতটি গোল নিয়ে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে নামছেন। তিনি টুর্নামেন্টে নরওয়ের আর্লিং হালান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন, যেখানে আর্জেন্টিনা কিংবদন্তি লিওনেল মেসি (৮ গোল) শীর্ষে রয়েছেন। এছাড়া এমবাপের দুটি অ্যাসিস্টও রয়েছে। এমবাপে সর্বকালের বিশ্বকাপ গোলদাতার তালিকায় মেসিকে ছোঁয়ার পিছনেও ছুটছেন। আর্জেন্টিনার এই কিংবদন্তির বর্তমানে ২১টি গোল রয়েছে, যা এমবাপের ১৯টি গোলের চেয়ে দুটি বেশি। তবে ফরাসিরা আক্রমণভাগে শুধু একজনের ওপর নির্ভরশীল নয়। উসমান দেম্বেলেও চার গোল ও দুটি অ্যাসিস্ট নিয়ে টুর্নামেন্টের শীর্ষ গোলদাতাদের মধ্যে রয়েছেন, যার মধ্যে ফক্সবোরোতে নরওয়ের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের আগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে করা একটি হ্যাটট্রিকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়া মিডফিল্ডার মাইকেল অলিস তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন এক আক্রমণভাগ তৈরি করেছেন, যাকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক আক্রমণাত্মক ত্রয়ী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অন্যদিকে মরক্কো বৃহস্পতিবারের এই পুনঃলড়াইয়ে কিছুটা পিছিয়ে থেকে মাঠে নামলেও, 'অ্যাটলাস লায়নস'রা মোটেও দুর্বল দল নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **Shreya Mukherjee, D/o. Kshetra Narayan Mukherjee,** residing at 63/2A/20C, Netaji Subhash Road, Liluah, Dist.-Howrah, Pin- 711203, hereby declare that in my all educational documents my father name has been recorded as **Kshtra Narayan Mukherjee** in place of **Kshetra Narayan Mukherjee.** That **Kshetra Narayan Mukherjee** & **Kshtra Narayan Mukherjee** is same one & identical person vide affidavit no. 20452/26, dt. 01.07.2026 sworn before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) Court at Howrah.

CHANGE OF NAME

I, **Safikul Haque,** S/O Sk Abdul Rauf, residing at Vill-Jirat, P.O.- Hisabi, P.S.- Amdanga, Dist.: North 24 Parganas, Kolkata-743221, do hereby declare that in my Daughter's Ration Card her actual name has been recorded **"Sadiya Khatun".** But in her birth certificate my daughter's name wrongly recorded **"Sadiya"** in place of actual name **"Sadiya Khatun". "Sadiya Khatun" and "Sadiya"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barasat, North 24 Parganas dt. 03.07.2026.

CHANGE OF NAME

I, **Rakesh Singh,** S/O Baleshwar Singh, resident of Block -A /6 Flat-401, Subhash Nagar Housing Complex, Serampore, Hooghly-712249, WB do hereby declare that I have changed my name from Rakesh Singh to Rakesh Kumar Singh and henceforth I shall be known as Rakesh Kumar Singh in all purpose, vide affidavit serial no. 32 sworn before the Notary Public at Kolkata on 08.07.2026. Rakesh Kumar Singh and Rakesh Singh both are same and one identical person.

আমমোক্তার নামাপত্র

আমি শ্রীমতী ঝিলিক সাহা, স্বামী- কমল কৃষ্ণ সাহা ইংরাজী ২৮/ ০১/ ২০২০ তারিখে বুক VI- ২৭/ ২০২০ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বেজড়া মৌজায় এল.আর. ২৪২/ ১৩১৬ নং দাগে হাল এল.আর. ১২১ নং খতিয়ানে মোট ১৮.৪০ শতক সম্পত্তির মধ্য হইতে ১ কাঠা ৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ০৬/ ০২/ ২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৮০ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে গোপাল পাল, পিতা ভনিলাল পাল ওরফে ভনিত পাল বেজড়া উত্তর, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৯ পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রীমত্যা গৌরী মিত্র, স্বামী ঁশুকদেব মিত্র, বেজড়া, পোঃ মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯ নিকট হইতে ক্রয় করি এবং খলিসানী বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি। উক্ত আমমোক্তার নামা বা উক্ত দাগে মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ১ মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

ঝিলিক সাহা
ক্রেতা

PUBLIC NOTICE

IN THE COURT OF THE DIST, DELEGATE (CIVIL JUDGE SR. DIVN, 1st COURT), KRISHNAGAR NADIA

SUCCESSION CASE No. 08 of 2025

Petitioner: Ashim Kumar Sarkar, Son of Late Adhir Kumar Sarkar, resident of Baruihuda (Subhashnagar), P.O- Jhitkipota, P.S.-Kotwali, Dist. Nadia, Pin-741102.

...Petitioner

NOTICE is hereby given that, the abovenamed Petitioner filed the above referred succession case for obtaining a succession certificate in respect of the below scheduled amount in the name of Rina Sarkar, wife of Late Adhir Kumar Sarkar, resident of Vill.- Baruihuda (Subhashnagar), P.O.- Jhitkipota, P.S.- Kotwali, Dist.- Nadia, West Bengal, If anyone is having objection then within 30 days appear in person or through Ld. Advocate and file show cause else law would take its own course.

SCHEDULE

Annexure-A (Debts and Securities)

Life Insurance Corporation of India Policy No. 1) 579159492, **Amount (In Rs.)** 1,72,000/-. Life Insurance of India Branch 439, Budge Budge Branch, 8/2 D.B.C. Road, Budge Budge, Kolkata-700137; 2) 447086124, Life Insurance of India Branch 439, Budge Budge Branch, 8/2 D.B.C. Road, Budge Budge, Kolkata-700137; **Amount (In Rs.)** 2,00,000/-.

By order
Koushik Day
Sherestadar
Civil Judge Senior Division
1st Court, Krishnagar
Nadia, 01-09-2025

CHANGE OF NAME

I, Astha Saraf D/O Pradeep Kumar Saraf R/O Astitva, Block - 1, Flat No. 1072, 1, Motilal Basak Lane, Kankurgachi, Kolkata - 700054 declare that I have changed my name from "Astha Saraf" to "Dishaa Saraf" as declared before Executive Magistrate 2nd Court, Howrah (WB) vide affidavit no. 29AC 616103 Dated 02.07.2026. Astha Saraf and Dishaa Saraf both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chirag Marathia, S/o, Ajay Kumar Marathia, residing at 79, Matrumal Lohia Lane, P. O. Salkia, P. S. Malipanchghara, Howrah-711106, solemnly affirm and declare in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah vide Affidavit No. 3478 dated 28th July 2026 that my correct and actual name is Chirag Marathia. That I declared that Chirag Marathia & Chirag Kumar Marathia and Chirah Marathia are the same and one identical person and I have swear this affidavit to inform all concerned authorities to record my name as Chirag Marathia for future reference and recity accordingly.

AFFIDAVIT

I, **MD. ZAKIR HUSSAIN** S/O Late Shamsul Haque residing at 48/1A, Karl Marx Sarani, P.O.- Khiddirpore, P.S.-South Port, Kolkata-700023 do hereby declare vide affidavit no. 54340 dated 24.06.2026 in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that ASIF IQBAL WARSI is my son. My actual and correct name is MD. ZAKIR HUSSAIN which is recorded in my Aadhaar Card, my son's Aadhaar Card, voter card and all educational testimonials. But in my son's Passport Vide No. N4241927, my name has been inadvertently recorded as MD ZAKIR HOSSAIN in place of my actual name MD. ZAKIR HUSSAIN. MD. ZAKIR HUSSAIN and MD ZAKIR HOSSAIN is one and same identical person.

Notice

By an Affidavit dated 07.07.2026, affirm before The Executive Magistrate at Serampore, Hooghly, I declared that MOUMITA HAR, Moumita Mondal (Har) and Moumita Mondal are the one and same identical persons, i.e. myself. s/d Moumita Har

CHANGE OF NAME

It is hereby notified that Yashika Jain wife of Yogendra Jain residing at 70/1, 2nd Floor, Harish Mukherjee Road, P.O.: Bhowanipore, Police Station-Kalighat, Kolkata-700025 is also known as Yeshika Yogendra Jain and that Yashika Jain and Yeshika Yogendra Jain are the names of one same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিত্রী শ্রীমতী সুমিতা ব্যানার্জ্জী, স্বামী শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জ্জী, সাং - ঝালদা ওয়ার্ড নং 3, পোঃ ঝালদা, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, কে আমমোক্তার দাতা - শ্রী ঝন্টু গরাই, পিতা ৺বাগালী গরাই, সাং- মন্ডপ পাড়া, ঝালদা ওয়ার্ড নং 3, পোঃ ঝালদা, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, তার নিজ নামিত রেকর্ডভুক্ত জমি, ঝালদা মৌজার (JL No. 131) LR খতিয়ান নং 8118, LR প্লট নং 2323, পরিমান 12 (বারো) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. আফিসের 2023 সালের 1448 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিত্রীর নিকট আমার মোক্কেল- শ্রীমতী করুনা সিংহ, পিতা "নারায়ন সিংহ, সাং তহদ্দিরি, পোঃ রিগিদ + থানা কোটশিলা, জেলা পুরুলিয়া, Jhalda ADSR অফিসের 2023 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 3730 নং কোবালা দলিল মুলে LR খতিয়ান নং 8118, LR প্লট নং 2323 তে পরিমাণ 5 (পাঁচ) ডেসমিল জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে A.D.S.R. Jhalda ও B.L. & L.R.O. Jhalda -I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judge's Court Purulia

[illegible]

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 16.06.2026 তারিখে ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14568 নং এফিডেভিট বলে আমি, Ms. Tanima Chattopadhyay, D/o. Late Kanailal Chattopadhyay, R/o. Vill. Malipara, P.O. Talandu, P.S. Polba, Dist. Hooghly, Pin 712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Tanima Chattopadhyay নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jhinuk Chattopadhyay Nandi নামে পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সকল নথিপত্রে আমার নাম Tanima Chattopadhyay পরিবর্তন করিয়া Jhinuk Chattopadhyay Nandi লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Jhinuk Chattopadhyay Nandi & Tanima Chattopadhyay D/o. Kanailal Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/07/2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15827 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Asfarujjaman, S/o. Late Anowarul Haque, R/o. Jinpur, Dakshin Para, Kalachhara, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি/পুত্রের পিতা, Sk Asfarujjaman ও Sk Asfarul Haque এবং আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতা Tashmina Begum ও Tashmina Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা আমার পুত্রের (Sk Toufik Haque) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 518/1, dated 17.05.2006, D.O.B. 09.05.2006), লিপিবদ্ধ আছে।

গত 08/07/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 28 নং এফিডেভিট বলে আমি Rabial Haque (old name), S/o. Sk Ichha Haque, R/o. Beleswar Dakshin Para, Basna, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rabial Haque নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Rabiyal Haque (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Rabiyal Haque & Rabial Haque S/o. Sk Ichha Haque, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Julfikar Ali.

গত 02/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15979 নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Samsuddin Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Abdul Karim ও Sk. Karim Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15773 নং এফিডেভিট বলে আমি Raba Biswas (old name), W/o. Niranjan Biswas, R/o. Neplarmath, Jirat, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Raba Biswas নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Reba Biswas (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Reba Biswas & Raba Biswas W/o. Niranjan Biswas, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Shekhar Biswas.

গত 07/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 717 নং এফিডেভিট বলে আমি Nazrul Islam (old name), S/o. Rahul Amim, R/o. Goula, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Nazrul Islam নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Najrul Islam (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Md Najrul Islam & Nazrul Islam & Md Nazrul Islam S/o. Rahul Amim, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Sakil Mondal.

CHANGE OF NAME

I, Vinod Arora/Vinod Kumar Arora (Old Name) S/o Late Raj Kumar Arora resident at 112, Ashutosh Mukherjee Road, P.S. Bhowanipur, P.O. Bhowanipur, Kolkata-700025 do hereby declare that I have changed my name from Vinod Arora/Vinod Kumar Arora (Old Name) to Binod Kumar Arora (New Name) and henceforth I shall be known as Binod Kumar Arora (New Name) in all purpose vide Affidavit No. 55549 dated 29.06.2026 sworn before the court of Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, Dist. 24 Parganas (South), Binod Kumar Arora (New Name) and Vinod Arora/Vinod Kumar Arora (Old Name) both are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী ভুবনচন্দ্র দুলাল চাঁদ মন্ডল**, পিতা- স্বর্গীয় দুলাল চাঁদ মন্ডল- মহাশয় বিগত ইংরাজী ২৬/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১১৪৪৫/২০২৫ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী অপূর্ব ভুবনবাবু মন্ডল**, পিতা- শ্রী ভুবনচন্দ্র দুলাল চাঁদ মন্ডল, উভয়ের সাং - পায়রা, পোঃ - হাতনী, থানা-পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, হাল সাং - ২৬, ওমসাইরাম, জলদর্শন সোসাইটি, পার্লে পয়েন্ট, সুরাট, এস.ভি.আর. কলেজ, গুজরাট, ৩৯৫০০৭ -মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ২৯/০৫/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর. -১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৭৮৪৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী অমিত আদক**, পিতা - শ্রী মদন চন্দ্র আদক, সাং - পায়রা কালীতলা, পোঃ - হাতনী, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৪) বিক্রয় করেন। তপশীলঃ - জেলা - হুগলী, থানা - পাণ্ডুয়া, হরাল-দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মৌজা - পায়রা, জে.এল. নং -৬৪, হাল দাগ নং - ১০৫৭, হাল এল.আর. ২৮৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৲ আনায় ০৯ শতক মধ্যে ০.২০০০ অংশে রেকর্ড মোতাবেক ০২ শতক এবং অংশ মোতাবেক ১.৮ শতক বাস্তু জমি আমমোক্তারনামা ক্ষমতাবলে বিক্রেতার বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমি অত্র ক্রেতা উক্ত খরিদা সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য করা হইবে। ইতি - ক্রেতা - শ্রী অমিত আদক

সাধারণ জনসাধারণের অবগতির জন্য সূচনা

আমার মক্কেল শ্রী প্রদীপ কুমার মুখার্জী (PAN No.: CNEPM8645L), গঙ্গাজল ঘাঁটি মৌজা (জে.এল. নং- ১০৯), পোস্ট অফিস ও থানা- গঙ্গাজল ঘাঁটি, জেলা- বাঁকুড়ার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সম্পত্তি তথা দাগ নং- ১৩৬৮ -এর মোট ১২ (বারো) শতক জমি এবং উক্ত জমির উপর অবস্থিত ভবন ক্রয় করার প্রক্রিয়াধীন আছেন। উক্ত সম্পত্তির বর্তমান মালিকগণ হলেন- (১) শ্রী প্রদীপ কুমার শীট, খতিয়ান নং- ৪৬৪২, জমির পরিমাণ ৬ শতক; (২) শ্রীমতী দুর্গা মণ্ডল, খতিয়ান নং- ৬৭১৩, জমির পরিমাণ ১.৫ শতক; (৩) বাপ্পাদিত্য মণ্ডল, খতিয়ান নং- ৬৭১৪, জমির পরিমাণ ১.৫ শতক; (৪) ধনঞ্জয় মণ্ডল, খতিয়ান নং- ৬৭১৫, জমির পরিমাণ ১.৫ শতক; (৫) শ্রীমতী রুমা কুণ্ডু, খতিয়ান নং- ৬৭১৬, জমির পরিমাণ ১.৫ শতক।

উক্ত সম্পত্তির উপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রকার স্বত্ব, দাবি, আপত্তি, বন্ধক, দায়, মামলা - মোকদ্দমা বা অন্য কোনো স্বার্থ থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো দাবি বা আপত্তি নেই বলে গণ্য করা হবে এবং আমার মক্কেল আইনানুগভাবে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করবেন। পরবর্তীকালে উত্থাপিত কোনো দাবি বা আপত্তির জন্য আমার মক্কেল বা নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

অধিবক্তা
মনোজ কান্তি রায়
২/২১, বিদ্যাপতি রোড, বি-জোন,
দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫
তারিখ : 03.07.2026

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, **শ্রী গণপতি কনস্ট্রাকশন**-এর পক্ষে পার্টনারগণ যথাক্রমে **(১) হারাধন ব্যানার্জী, (২) অচিন্ত্য দাস, (৩) পরিমল ঘোষ**, অফিস সাং - বড়বাজার, জি.টি. রোড, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী গত ইংরাজী ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ তারিখে **মাধুরী সিংহরায় ব্যানার্জী**, স্বামী শ্রী সৈকত ব্যানার্জী, পিতা শ্রী প্রদীপ কুমার সিংহরায় ও **সৈকত ব্যানার্জী**, পিতা শ্রী হারাধন ব্যানার্জী উভয়ের সাং - হালদারপাড়া, গোলাপ বাগান, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী 'প্রাপ্তি' অ্যাপার্টমেন্ট নামীয় বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ৩ নম্বর দোকানঘরটি যাহার কার্পেট এরিয়া কমবেশী ১৬৮ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়া কমবেশী ১৮৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশী ২৩১ বর্গফুট হইতেছে মায় তলস্থ জমির আনুপাতিক অংশ মায় কমন অংশ ব্যবহারের স্বত্ব সহ একটি বায়নানামাপত্র সম্পাদন করেন ও অগ্রিম বাবদ ২,০২,০০০/- টাকা প্রদান করেন। উক্ত বহুতলটি চন্দননগর পৌর নিগমের অধীন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩৫/এ নম্বর হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। মহল্লা ভোলানাথ দাস রোড। বায়নানামাপত্রে উল্লিখিত মোতাবেক সমুদয় টাকা ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবার কথা থাকিলেও তাহা প্রদত্ত না হওয়ায় উক্ত বায়নানামা পত্র বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইল। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বক্তব্য লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত বিষয়ে উপরোক্ত সময় অন্তে আর কোন ওজর-আপত্য গ্রাহ্য হইবে না।

সুলগ্না রায় (আইনজীবী)
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
EN: F/4606/2024
মোবাইল নম্বর - ৮০১৩২৫২১১৩।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৯ই জুলাই। ২৪শে আষাঢ়। বৃহস্পতি বার। নবমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্রে র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ইছাপুর যামিনী ভূষণ হাসপাতালের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা পরিচালিত যামিনী ভূষণ স্মৃতি প্রসূতি সদন একটি সাধারণ হাসপাতাল। ইছাপুর কণ্ঠাধারে অবস্থিত অতি প্রাচীন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র। অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের উদাসীনতায় বেহাল দশায় পরিণত এই হাসপাতাল। তবে বেহাল এই হাসপাতালের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে চান নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। বুধবার জগদ্দলের মজদুরভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে একজন উদ্যোগপতির হাতে তিনি এই হাসপাতাল সঁপে দিতে চান। ওই উদ্যোগপতির কোনও পিছুটান নেই। উনি নিজেকে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখতে চান। মন্ত্রী আরও জানান, হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগপতি নিজেই সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করবেন। ওনার হাত ধরেই যামিনী ভূষণ হাসপাতালের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হবে। মন্ত্রীর কথায়, উদ্যোগপতি যতদিন বাঁচবেন, ততদিন তিনি মানুষের সেবা করতে চান। স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি শ্রমিক মহল্লার হাল ফেরাতে উদ্যোগী রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন মন্ত্রী জানান, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রম কল্যাণ দপ্তর রয়েছে। কিন্তু বিগত সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রম কল্যাণ তহবিল কাজে লাগায়নি। শ্রমিক মহল্লার উন্নয়নে শ্রমমন্ত্রী জানান, মিলের কুলি লাইনে অনেক জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই জমিতে শ্রম কল্যাণ তহবিলের অর্থে কমিউনিটি সেন্টার গড়ে তোলা হবে। তাছাড়া শ্রমিক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার ব্যবস্থাও করা হবে।

বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই নৃশংস ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কবীর মোল্লা নামে আরও এক মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ, বারুইপুর এসওজি এবং জেলা পুলিশ। কবীরের গ্রেপ্তারির পরে এই চাঞ্চল্যকর মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার। এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে পালানোর চেষ্টা করায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ধৃত প্রভাস মণ্ডলের।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত কবীর মোল্লা। গোপন সূত্রে তার হদিশ পেয়ে পুলিশ ও বিশেষ টাস্ক ফোর্সের যৌথ বাহিনী বসিরহাটে অভিযান চালায়। ধৃতকে ইতিমধ্যেই বারুইপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘটনায় তার ঠিক কী ভূমিকা ছিল এবং অপরাধের পিছনে আর কারা জড়িত, তা জানতে তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। কবীর মোল্লাকে ধরে এই মামলায় মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়াল চার। ঘটনার মূল চক্রীদের কাউকেই আড়াল করা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছে পুলিশ প্রশাসন। এ দিকে পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে এক অভিযুক্তের মৃত্যুর পরে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

অন্যদিকে, এই নির্মম ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই বারুইপুর ও সংলগ্ন এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে দফায় দফায় পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। এক পর্যায়ে সেই বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নেয় এবং উত্তেজিত জনতা কর্তব্যরত পুলিশের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও পুলিশের উপরে এই হামলার ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির হুঁশিয়ারির পরেই আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিও ক্লিপ খতিয়ে দেখে বাকি হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চালাচ্ছে পুলিশ। বারুইপুর জেলা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, নাবালিকা নির্যাতন ও খুনের ঘটনার তদন্ত যেমন অত্যন্ত গুরুত্ব ও দ্রুততার সঙ্গে চালানো হচ্ছে, ঠিক তেমনই আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনাতেও কাউকে রেয়াত করা হবে না। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হাওড়া রোটারি ক্লাবের ৭৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন দুলাল চন্দ্র সেন জুয়েলার্সের অন্যতম কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ সেন।

বেহালা শরৎ সদনে নবচেতনা উৎসব ২০২৬-এ কথক গুরু সুস্মিতা মিশ্র, কেয়া ঘোষ সহ অন্যান্য অতিথিরা।

সাত কোটি গাছ লাগানোর বড় কর্মসূচি রাজ্যের

বিপ্লব চক্রবর্তী

কলকাতা: এবার রাজ্যজুড়ে বৃক্ষ রোপণের মেগা প্রোজেক্ট নিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। ১৪ থেকে ২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহে সাত কোটি গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার উত্তীর্ণ অডিটোরিয়ামে সাফাই কর্মীদের জন্য 'স্বচ্ছ কবচ' নামে সুরক্ষা কিট-এর সূচনার মঞ্চ থেকে গাছ লাগানোর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে আগেই গাছ লাগানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে 'মায়ের নামে একটি গাছ' লাগানো কর্মসূচি। তবে অরণ্য সপ্তাহে বৃহত্তরভাবেই গাছ লাগানোর উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। বৃক্ষ ছেদন হচ্ছে। ১৫ বছরের বেশি নিষিদ্ধ গাড়ি চলছে। সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে শিশু, কিশোর এবং প্রবীণ নাগরিকদের ওপর। ফলে বাড়ছে চর্মরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত সহ, নানাবিধ ব্যধি। তবে আশ্বস্তের সুরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, গাছ লাগানো ও ছবি তোলার মধ্যেই যাতে দায়িত্ব শেষ না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে পরবর্তী দুই বছর এই গাছগুলির সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করবে রাজ্য সরকার। পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়ন নিয়ে কার্যত স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি থেকে আসানসোল কিংবা দার্জিলিং থেকে দিঘা, রাজ্যের প্রতিটি শহরের উন্নয়ন হতে হবে বহুমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ। রোড ওভার ব্রিজ, ফ্লাইওভার, বা দৃষ্টিনন্দন অডিটোরিয়াম তৈরির প্রয়োজন রয়েছে, পাশাপাশি, স্বচ্ছতা, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ এবং অরণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সবুজায়নকে দিতে হবে সমগুরুত্ব। বুধবার আলিপুরে ৫০ হাজার সাফাই কর্মীর হাতে 'স্বচ্ছ কবচ' কিট তুলে দেওয়ার কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও এই দপ্তরেরই রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই সহ অন্যান্যরা।

নিয়ম ভাঙলে বাড়ছে জরিমানা, যাত্রীদের জন্য কড়া সতর্কবার্তা মেট্রোর

কলকাতা: কলকাতা মেট্রোয় নিয়ম ভাঙার প্রবণতা ঠেকাতে এবার আরও কড়া অবস্থান নেওয়া হল। 'জনবিশ্বাস আইন, ২০২৩' কার্যকর হওয়ার পর একাধিক অপরাধে জরিমানার অঙ্ক বাড়ানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি টাকা গুনতে হতে পারে যাত্রীদের। মেট্রো কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিষেবা নির্বিঘ্ন রাখতে নিয়ম মেনে চলাই একমাত্র উপায়।

সবচেয়ে সাধারণ অপরাধগুলির মধ্যে রয়েছে বিনা টিকিটে সফর বলেই মেট্রো সূত্রে খবর। টিকিট ছাড়া বা কম দূরত্বের টিকিট কেটে বেশি পথ গেলে ধরা পড়লে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে অন্য কোনও যাত্রীর সঙ্গে গা ঘেঁষে গেট পার হওয়ার চেষ্টা করলেও। মেট্রো চত্বর বা স্টেশনের ভিতরে ধূমপান করলে জরিমানা হবে ২,০০০ টাকা। শুধু তাই নয়, জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে বলেই মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি।

এছাড়া মদ্যপ অবস্থায় মেট্রোয় ওঠা বা বিশৃঙ্খল আচরণ করলেও রেয়াত মিলবে না। এমন ঘটনায় ১,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। আবার অশালীন ভাষা ব্যবহার বা অসভ্য আচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২৫০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং প্রয়োজন হলে ওই যাত্রীর টিকিটও বাতিল করা হতে পারে। কর্তব্যরত কোনও মেট্রো কর্মী যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরা পড়েন, তাঁর বিরুদ্ধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ জুলাই ২০২৬, ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

‘মানুষ সব দেখেছে, ভয় দেখিয়ে মত বদলানো যাবে না’

বারুইপুর-কাণ্ডে তৃণমূলকে আক্রমণ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই বুধবার তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ গত কয়েক বছরে একের পর এক ঘটনা দেখেছেন। তাই ভয় দেখিয়ে বা জোর করে আর জনমত প্রভাবিত করা সম্ভব নয়।

শমীক বলেন, মানুষ সব দেখেছে। পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা দেখেছে, কামদুনির ঘটনা দেখেছে, আরজি করের ঘটনাও দেখেছে। গত ১৫ বছরে তৃণমূলের শাসন এবং প্রশাসনের ভূমিকা মানুষ নিজের চোখে দেখেছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল এখন আর আগের জায়গায় নেই। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এখন তৃণমূল ‘লুটমূল’-এ পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষই এই পরিবর্তনের বিচার করছেন।

শমীকের আরও বক্তব্য, তৃণমূল যাই বলুক, মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছে। গণতন্ত্রে ভোটারের মত প্রকাশের অধিকারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে বিরোধী সমর্থকদের ভয় দেখিয়ে ভোটে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে। তবে তাঁর দাবি, এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। জোর করে মানুষের মত বদলানো যাবে না।

এর পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের অধিকার বঞ্চনার প্রসঙ্গও এদিন তোলেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে অনেক মানুষ তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এটা বৃহত্তর একটি চক্রান্তের অংশ। এই বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন

রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বারুইপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। কোনও অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। রাজনৈতিক পরিচয় দেখে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তাঁর মতে, এই বার্তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। শমীকের দাবি, মানুষ এখন সবকিছু বিচার করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। প্রত্যেকে নিজের বিশ্বাস নিয়ে থাকবে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে সেই বিশ্বাস বদলানো যাবে না, বলেন তিনি।

বারুইপুর-কাণ্ডের পর রাজ্যে অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা এবং ভোটের পরিবেশ, এই তিনটি বিষয়কে সামনে এনে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। সেই আবহেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে অতীতের দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক আক্রমণ আরও শানাল বিজেপি।

বারুইপুর-কাণ্ডে সুজন চক্রবর্তী-সহ চার সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হল। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী-সহ চার নেতার বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলে উস্কানিমূলক বক্তব্য সহ একাধিক অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। এই অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন স্থানীয় সিপিএম নেতা লাহেক আলি, মোনালিসা সিনহা এবং সফিউদ্দিন খান। পুলিশ সূত্রে খবর, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা সৈকত সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলা হয়েছে। এই অভিযোগে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, জনসমক্ষে ও সামাজিক মাধ্যমে উস্কানিমূলক মন্তব্য, প্ররোচনা এবং ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর মতো একাধিক ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এই মামলার খবর প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিজেপির প্রতিহিংসার এই রাজনীতি আসলে ওদের হতাশার প্রকাশ। ভয় পেয়েই এ ধরনের পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ হাস্যকর।

তৃণমূল সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর আরও বক্তব্য, তৃণমূলের আমলেও আমাদের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা হয়েছে। বারুইপুরের একটি খুনের মামলায়ও আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এখন বিজেপি কি সেই একই পথেই হাঁটতে চাইছে? সেটাই তো আরও হাস্যকর। বারুইপুরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুজন। তাঁর কথায়, ঘটনাটি অত্যন্ত নৃশংস। পুলিশের ব্যর্থতার কারণেই মানুষের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সবকিছুকে রাজনৈতিক বা জেহাদি রং দিয়ে দেখলে ন্যায়বিচার হবে না। কে দোষী, কাকে গ্রেপ্তার করা হবে বা কী শাস্তি হবে, সব যদি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেন, তা হলে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।

এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও প্রশাসনের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, একটি শিশুকে অপহরণ করে নির্যাতনের পর বস্তাবন্দি অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। পরিবার অভিযোগ করেছিল, নিখোঁজ ডায়েরি করার পরেও পুলিশ গুরুত্ব দেয়নি। এত কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধ থামছে না। সমস্যা আইনে নয়, আইনের প্রয়োগে।

স্থানীয়দের ভূমিকাও তুলে ধরে সেলিমের দাবি, গ্রামবাসী ও ক্লাবের ছেলেরা নিজেরাই খোঁজ শুরু করে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছে। অথচ স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে পুলিশ অপরাধীদের ছেড়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এদিকে, মঙ্গলবার রাতেই এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। পাশাপাশি বারুইপুরে অশান্তির ঘটনায় পুলিশি অভিযানে এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর।

মুরলীধর সেন লেনের ঐতিহাসিক দপ্তরেই শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি সংগ্রহশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার উত্তরাংশে মুরলীধর সেন লেনের ঐতিহাসিক বিজেপি কার্যালয়কে নতুন পরিচয় দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য বিজেপি। দলের প্রতিষ্ঠাতা পর্বের অন্যতম মুখ এবং জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ওই পুরনো দপ্তরেই গড়ে তোলা হবে একটি সংগ্রহশালা। দলের মতে, এর মাধ্যমে শুধু কর্মীরাই নন, সাধারণ মানুষও তাঁর রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অবদান সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। বিজেপি সূত্রে খবর, এই সংগ্রহশালায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, তাঁর চেয়ার, ব্যক্তিগত স্মারক, দুর্লভ আলোকচিত্র, বক্তৃতার নথি এবং তাঁকে নিয়ে লেখা গুরুত্বপূর্ণ বই স্থান পাবে। পাশাপাশি জনসংঘ থেকে

বিজেপির রাজনৈতিক পথচলার নানা দলিলও সেখানে সংরক্ষণ করা হবে। মুরলিধর সেন লেনের এই বাড়ির সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৪৬ সালে তিনি এখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেন। পরে ১৯৫১ সালে জনসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এই ঠিকানাই কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিজেপি গঠনের পরও দীর্ঘদিন এই কার্যালয় দলের রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবানী থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী, একাধিক শীর্ষ নেতা এই দপ্তরে এসেছেন।

শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই পরিকল্পনার কথা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের বক্তব্য, সংগ্রহশালায় এমন বহু তথ্য ও নথি রাখা হবে, যা নতুন প্রজন্মকে শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দর্শন, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা এবং জাতীয় ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর সল্টলেকে হলেও মুরলিধর সেন লেনের পুরনো ভবনে উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কাজকর্ম চলে।

আদিবাসীদের মাতৃভাষা রক্ষায় কমিটি গঠনের দাবি, মহাজাতি সদনে রাজ্যস্তরের সম্মেলন

কলকাতা: আদিবাসীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ, সংস্কৃতির বিকাশ এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দাবিতে কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ঐক্য মঞ্চের রাজ্যস্তরের সম্মেলন। সারা বাংলা থেকে ৩০টি আদিবাসী উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও পদাধিকারীরা এই সম্মেলনে অংশ নেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ঐক্য মঞ্চের সভাপতি রুবেন রাভা বলেন, আদিবাসীদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক কমিটি গঠন সময়ের অপেক্ষা। এই বিষয়ে সরকার ও সমাজের বৃহত্তর উদ্যোগেরও আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলকাতা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক তারক বাগ, সমীর হাঁসদা, লিম্বা লেপচা, তানশী দর্জে শেরপা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সম্মেলনে মাতৃভাষা, সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বার্তা উঠে আসে।

বুধবার তাজ বেঙ্গলে আয়োজিত হয় ‘বাংলার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা কীভাবে উন্মোচন করা যায়’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের। এমসিসিআই-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই সভাপতি প্রীতি এ সুরেশা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগের মন্ত্রী তাপস রায়।

‘বর্ণপরিচয়’ প্রকল্প নিয়ে শুরু প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনায় প্রথম দফার আলোচনা শুরু করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার কেএমডিএ-র দপ্তরে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের উপস্থিতিতে কলকাতা পুরসভা, কেএমডিএ এবং বই বিক্রেতাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে বইপাড়ার সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব পায় বহু প্রতীক্ষিত ‘বর্ণপরিচয়’ মার্কেট প্রকল্প। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বর্ণপরিচয় মার্কেটের যে মূল পরিকল্পনা ছিল, সেটিই বাস্তবায়িত হবে। তবে বর্তমান সময়ের চাহিদা মাথায় রেখে পরিকাঠামো আরও আধুনিক করা হবে। ২০২৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। সরকারি সূত্রের আরও বক্তব্য, বই বিক্রেতাদের এক ছাদের নীচে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবনের মধ্যে থাকবে আধুনিক পার্কিং, উন্নত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, গুদাম, ক্যাফেটেরিয়া, ফুড কোর্ট, বই প্রকাশের জন্য আলাদা প্রেক্ষাগৃহ এবং পাঠকদের বসে বই পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ। একই সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের রাস্তাঘাটেরও রূপ বদলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের দাবি, ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এলাকায় ভিন্টেজ আলোর ব্যবস্থা করা হবে। ঢালাই লোহার রেলিং, গ্রানাইট পেভার ব্লক-সহ নাগরিক পরিকাঠামোও উন্নত করা হবে। এই প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভা, কেএমডিএ, কলকাতা পুলিশ এবং বই বিক্রেতাদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা ভবনের বর্তমান অবস্থা পরিদর্শন করবেন।

এরপরই ধাপে ধাপে সংস্কারের কাজ শুরু হবে। যে অংশের কাজ শেষ হবে, সেখানে পর্যায়ক্রমে রাজ্য স্তার ধারের বই বিক্রেতাদের পুনর্বাসন করা হবে। এছাড়াও ভবনের তথা বইপাড়া এলাকার নিকাশি, পানীয় জল ও আলোর মতো প্রাথমিক পরিষেবার উন্নয়নের জন্য এলাকাজুড়ে সমীক্ষা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিষয়কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বৈঠক শেষে এক আধিকারিক বলেন, প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। কীভাবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। প্রতিনিধিদল পরিদর্শনের পর ফের বৈঠক হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, অর্থের অভাবে এই প্রকল্পের কাজ আটকে থাকবে না।

দেশে বর্ষার ঘাটতি নেমে এসেছে ২০ শতাংশে, জানাল আলিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বড়সড় দুর্যোগের সম্ভাবনা না থাকলেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আজ বৃহস্পতিবারও আবহাওয়ার খুব একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়নি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আজ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

সোদপুরে স্ত্রীকে কুপিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রকাশ্য রাস্তায় স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর। মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল খড়দা থানার সোদপুর স্কুল রোডের ফিউচার গেট এলাকা। মৃতার নাম গীতা দাস (৩৩)। তিনি সোদপুরের মহেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মৃতার স্বামী সুভাষ দাস সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়নের জেরেই এই নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে রাস্তায় দু'জনের মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। আচমকা তাঁর স্বামী একটি ধারালো ছুরি নিয়ে ওই মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহিলাকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায় ওই যুবক। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অভিযোগ, স্থানীয়রা ছুটে এসে মহিলাকে বাঁচাতে গেলে তাঁদের দিকে ছুরি নিয়ে তেড়ে যান ওই

যুবক। এরপর নিজের গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। দু'জনকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয় কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযুক্ত যুবক। ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, এসিপি টুটুল বিশ্বাস, খড়দা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌম্য দত্ত-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা সুভাষ দাসের সঙ্গে সোদপুর মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা গীতা দাসের প্রণয়ের সম্পর্কে বিবাহ হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন বাদেই গীতা জানতে পারেন সুভাষের আরেকটি বউ আছে। এরপর থেকেই উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে গীতা সোদপুর মহেন্দ্রনগরে তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোদপুর স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন গীতা। সেই সময় স্কুল রোডে তাঁর পথ আটকায় সুভাষ। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে তুমুল বচসা বেধে যায়।

বারুইপুর এনকাউন্টার ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত তুঙ্গে

কেউ বলছেন ‘দৈববিচার’, কেউ চাইছেন বিচারবিভাগীয় তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদিকে বিজেপি পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন করে কড়া বার্তা বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে শাসক শিবিরের একাংশ ও বিরোধীরা এই ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তুলেছে।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুলে বলেন, এ সব কী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ? তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ‘উত্তরপ্রদেশ ২.০’-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, এটা কোনও সরকারের শাসন নয়, জঙ্গলের আইন। তবে শাসকদলের অন্য অংশের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহা বলেন, অপরাধী পালাতে গিয়ে পুলিশের উপর হামলা করলে আইনে এনকাউন্টারের সুযোগ রয়েছে। সরকার যে তথ্য দিয়েছে, তার উপর আমাদের আস্থা আছে। ধর্ষণের মতো অপরাধে কঠোরতম শাস্তিই হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, এনকাউন্টার যেন সব সময় আইনের সীমার মধ্যেই থাকে। বিজেপিও পুলিশের পদক্ষেপের পাশে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও অপরাধী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে

রেহাই পাবে না। বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার এই ঘটনাকে ‘দৈববিচার’ বলে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে কংগ্রেসের অবস্থান ভিন্ন। ছাত্রনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী বলেন, আগে আদালতে অপরাধ প্রমাণ হোক। বিচারব্যবস্থাই ঠিক করবে অভিযুক্তের কী শাস্তি হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। বারুইপুরে গিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সিপিএম নেতা ও আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য আরও কড়া ভাষায় বলেন, এটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়, পরিকল্পিত পদক্ষেপ বলেই মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় প্রভাস এক পুলিশকর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং গুলি চালায়। এরপর আত্মরক্ষার জন্য পালটা গুলি চালানো হলে সে আহত হয়। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

একটি নৃশংস অপরাধের তদন্তের মধ্যেই এই এনকাউন্টার নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফলে এখন আলোচনার কেন্দ্রে শুধু অপরাধ নয়, পুলিশের পদক্ষেপ, আইনের শাসন এবং বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাও।

বুননশিল্পীদের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীরভূমের মহিলা খাদি বুননশিল্পীদের তৈরি বিশাল জাতীয় পতাকার প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানান, বীরভূম খাদি দলের তৈরি ৩০ ফুট, ২০ ফুটের খাঁটি খাদির জাতীয় পতাকা ইতিমধ্যেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সেই পতাকা মৈথন বাঁধে উত্তোলন করা হয়েছে। পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, সম্পূর্ণ খাঁটি খাদি কাপড়ে তৈরি এই বিশাল তেরঙ্গা তৈরিতে ২০ জন মহিলা বুননশিল্পী টানা একমাস পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং স্বদেশি হস্তশিল্পের প্রতি অঙ্গীকারের ফলেই এই অনন্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগ শুধু জাতীয় গর্বের প্রতীক নয়, একই সঙ্গে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ও ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচির ভাবনাকেও আরও শক্তিশালী করেছে। মহিলা বুননশিল্পীদের অধ্যবসায় এবং অবদানের জন্য তাঁদের অভিনন্দনও জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং বিডিওদের স্থানীয় খাদি শিল্পীদের কাছ থেকেই জাতীয় পতাকা সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এতে একদিকে যেমন স্থানীয় ঐতিহ্য ও হস্তশিল্পের প্রসার ঘটবে, অন্যদিকে তৃণমূল স্তরের তাঁত ও খাদি শিল্পীরাও আরও উৎসাহ পাবেন। পোস্টের শেষে মুখ্যমন্ত্রী সকলের উদ্দেশে বার্তা দেন, স্থানীয় বুননশিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে তেরঙ্গা বহন করার আহ্বান জানান তিনি।

সম্পাদকীয়

যারা আরজি কর ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত ছিল, তারাই এখন বারুইপুর নিয়ে সোচ্চার

এদের কাছেই কি এখন নৈতিকতার পাঠ নিতে হবে? একদিন যারা আরজি কর কাণ্ড ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত ছিল, যারা হাঁসখালি থেকে পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, আজ তারাই বারুইপুরের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে সোচ্চার। রাস্তায় নেমে তারাই আজ প্রতিবাদী। তাদের নেতা, নেত্রীরাই আজ মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে, পাশে থাকতে ব্যাকুল! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তো কালীঘাটের বাড়িতে বসেই বারুইপুরের সূর্য্যপুরের মৃতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়ে দিলেন! এখানে শেষ হয়ে গেলেও না হয় মিটে যেত। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। এবার রীতিমতো মিছিল করে রাস্তায় নেমে পড়েছে তৃণমূলের গুটি কয়েক কর্মী, সমর্থক। বারুইপুরের মৃতার জন্য তাদের মন কতটা ব্যাকুল বোঝাতেই হবে! কিন্তু মাননীয়া বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন নিজের অতীতের কথা। ভুলে গিয়েছেন কালীগঞ্জের ছোট্ট মেয়ে তামান্নার মায়ের কথা। যে তামান্নাকে তৃণমূলের লুম্পেনদের ছোঁড়া বোমায় প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তখন আপনার ন্যায়বিচার কোথায় ছিল মাননীয়া? সন্দেশখালির শাহজাহান, ক্যানিংয়ের শওকত মোল্লা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার জাহাঙ্গীর, শামীমের অত্যাচারের ঘটনা কথা ভুলে গেলেন? তখন আপনার মনে পড়েনি সেই মানুষগুলোর কথা? না, মনে পড়েনি। কারণ, যারা সেই সব অপকর্মগুলো করছিল, তারাই সবাই ছিল আপনার ছাতার তলায়। তাই আপনি তাদের কোনও দোষ দেখতে পাননি! এখন হাওয়া খারাপ বুঝে বারুইপুর নিয়ে আসরে নেমেছেন। আসলে এর সবটাই ওনার লোকদেখানো, নাটক। আর এই নাটকের পিছনে রয়েছে অন্য মতলব। সেটা হল বারুইপুরের মৃতার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে ফের নিজের চুরমার হয়ে যাওয়া দলের পালে হাওয়া তোলা। কিন্তু মাননীয়া জেনে রাখুন, সে সুযোগ আর আপনার জুটবে না। লাশের রাজনীতির পুরনো খেলোয়াড় আপনি, সেটা সবাই জানে। এই অস্ত্রেই শান দিয়ে আপনার রাজনৈতিক উত্থান। কিন্তু সে সবই আজ অতীত। ভবী আর ভোলবার নয়। তাই যতই রাস্তায় নামুন না কেন তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যে অতীত হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষ আর আপনাকে ফেরানোর ভুল করছে না।

শব্দছক ২১২

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. বিপদ ৫. অসাবধানে ৮. হিংসাবশে অপরের প্রতি চড়াও হওয়া ৯. অল্প ১২. বিনিময়-বিহীন অপরকে অর্পন ১৩. পরমাণু ১৫. নয়তো ১৬. বন্ধু ১৭. জ্যোতিষ্ক ১৮. দলের পাণ্ডা ১৯. কপট ২০. অনুশীলন

ওপর-নিচ: ২. বিক্রম ৩. নীতি ৪. বিপত্তি ৫. অভাব ৬. অক্ষর ৭. সম্পূর্ণ কামানো মাথা ১০. ভীতি ১১. কাঁঠাল ১২. বনাগ্নি ১৩. পর্ণ ১৪. মূর্খ ১৬. বন্ধুত্ব ১৮. অগ্নি প্রজ্জলিত করে যজ্ঞ

সমাধান ২১১ — পাশাপাশি: ২. গণপতি ৫. পাগলা ৭. বান ৮. রতি ৯. পক্ষপাতিত্ব ১১. সদ্য ১২. ফুল ১৩. আর্ক ১৪. কর ১৬. সকালবেলা ১৮. বড় ১৯. মশ ২০. ঘরামি ২১. অনাদর

ওপর-নিচ: ১. অপারগ ২. গলা ৩. পরোক্ষ ৪. ঘনত্ব ৬. পতি ৭. বাতিল ৯. পদ্য ১০. পাকুর ১১. সকল ১৩. আকাশ ১৪. কলা ১৫. গড়মিল ১৬. সময় ১৭. বেদানা ১৮. বরা ২০. ঘর

আজকের দিন

- **১৯৯৯** — নিরাপত্তা বাহিনীর একটি ছাত্রাবাসে অভিযানের জেরে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ হয়।
- **২০০২** — আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **২০১১** — গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে।

জন্মদিন

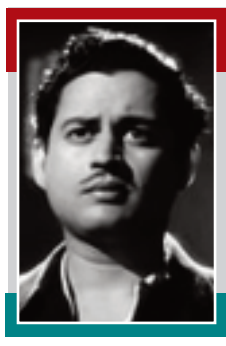

গুরু দত্ত

- ১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক গুরু দত্তের জন্মদিন।*
- ১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জীব কুমারের জন্মদিন।*
- ১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানির জন্মদিন।*

অবহেলার পাণ্ডুলিপিতে মরিবার হলো তার সাধ

সুবীর পাল

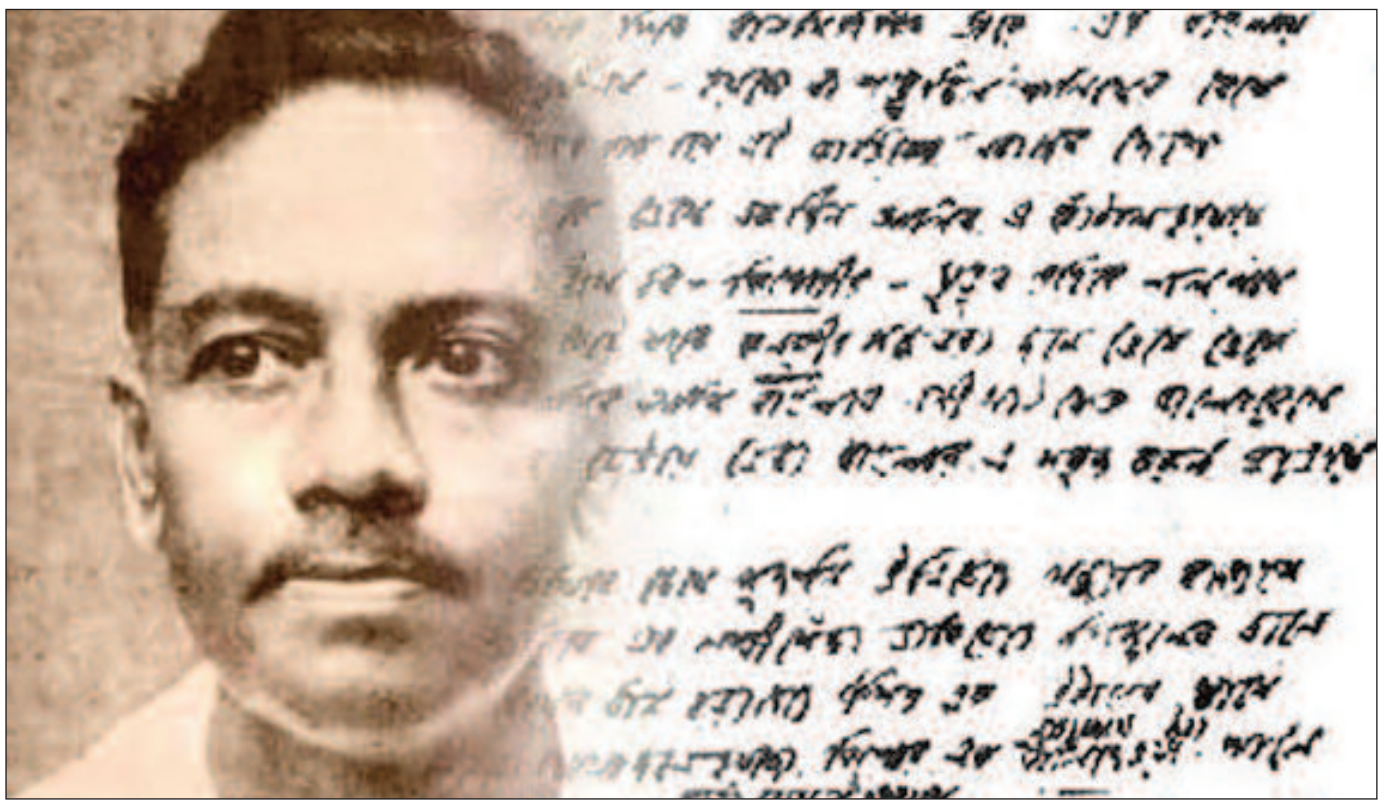

অতি ব্যক্তিগত বিতর্কিত জীবনেও তিনি কিন্তু আদৌ সুখী ছিলেন না। প্রথম জীবনে খুড়তুতো বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আচমকা বেড়ে গেলেও সেই সম্পর্কের জল অবশেষে বেশি দূর গড়ায়নি। আবার অনেক গবেষক দাবি করেন, দাম্পত্যের অন্দরমহলে শারীরিক অধ্যায়েও খুব একটা সুখী ছিলেন না কবি। আসলে মনের অন্দরে ক্ষতবিক্ষত জীবনানন্দ ছিলেন এক অতৃপ্ত, কুণ্ঠিত আর আত্মভোলা পুরুষ। মিলের মোটা ধুতি পরতেন। একবার স্ত্রী লাবণ্য দেবী একটি ধুতি কিনে উপহার দিয়ে ছিলেন তাঁকে। বলেছিলেন, ‘একটু ফিটফাট হয়ে, সাজগোজ করে থাকতে পারো তো। না হলে লোকে কি বলবে!’ কবি লেখায় ব্যস্ত ছিলেন তখন। লেখা থামিয়ে বলে ওঠেন শান্ত স্বরে, ‘তুমি যে ভাবে খুশি সাজ-পোশাক করো, তোমার সে ইচ্ছেতে আমি কোনও দিনই বাধা দেব না। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছামতো চালাতে বৃথা চেষ্টা করো না।’

‘আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়!’ কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন ফিরে আসবেন তো লিখেছিলেন। কিন্তু কোথায় আর ফিরে এলেন দারুচিনি দ্বীপের ভিতর হে নক্ষত্র লেখ্য সাধক? সেই কল্লোল যুগের হে প্রকৃতির কবিবর, নীলরোহিতের ‘কেউ কথা রাখেনি’ মতোই তুমি কি যে আজও রয়ে গেলে ‘এই দূর সমুদ্রের জলে! যে নক্ষত্র দেখ নাই কোনদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে!’, তোমারই প্রার্থিত পরলোকে। ‘সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।... তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়’এ এক নিকষ রাত্রির অন্ধকারে জমে থাকা অনন্ত বিতর্কের তরে। ‘মরিবার হলো তার সাধ,... এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি।’ আত্মঘাতীর স্বেচ্ছাচারী ঘুড়ি লাটাইয়ে নাকি দুর্ঘটনার জমাট বাঁধা থোকা থোকা রক্তে উড়ন্ত মাছির ভনভনে।

বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগের একমাত্র বিপন্ন কবি হিসেবে যিনি সর্ব কালের সর্ব পরিচিত ছিলেন তিনি হলেন বং অন্তরাত্মার প্রাকৃতিক কাব্য ঈশ্বর জীবনানন্দ দাশ।

‘জীবণ মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে।’ রাগ বেহাগ। তাল রূপকড়া। পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত। এই গানটি গাইতে বলেছিলেন রূপসী বাংলার কবি। কাকে জানেন? জীবনসখা লাবণ্য দাশকে। যাঁর বিবাহ পূর্ব নাম ছিল লাবণ্য গুপ্ত। ছিলেন পরমা সুন্দরীও। হাওড়া গার্লস কলেজের শিক্ষিকা লাবণ্য দেবী অবশ্য খুবই সুন্দর গান গাইতে পারতেন। এ হেন সঙ্গীত কোন মুহূর্তে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি? এটাই হলো চির বিস্ময়ের। নিজের বিবাহ পর্বের অন্যতম নান্দনিক উপকরণ বলতে জীবনের বহুল প্রত্যাশিত বাসরঘরে। সেখানে তখন নববধূ সাজে প্রতিটি ক্ষণের অপেক্ষারতা লাবণ্য দেবী। অবশেষে মোটামুটি সুসজ্জিত বাসর ঘরে প্রবেশ করলেন প্রকৃতি মন্ত্রিত আপন কলমচি। আকস্মাৎ কবি তাঁর নব গৃহসখাকে অনুরোধ করে বসলেন উক্ত গানটি গেয়ে শোনাতে। এমন অনুরোধে কবিপত্নী হতবাক। এমনতর গান শোনার আকুতি কেন? এ গান তো ইহলোকের সীমান্ত পেরিয়ে পরলোকের অজানা আহ্বানের। এ বাসরঘর তো বিচ্ছেদের লহরী হতে পারে না। এ যে ‘আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো’র আমন্ত্রণ সুধার অনন্ত প্রতীক। তবে স্বামী কবির এমনতর অদ্ভুতুরে বাসনা কেন এ হেন নব বিবাহ নৈবেদ্যের সমর্পণ ক্ষণে। চমকিত নববধূ শুধুই ভেবেছেন, জীবনের এই দোঁহে একাকার চরাচরে এই অনুরোধ সত্যিই কি কেউ করতে পারেন? ব্রীড়ার কম্পনে অবাক অনুরোধে তখন স্থবির কবিপত্নী। শোনা যায়, লাবণ্য দেবীকে দ্বিধাগ্রস্থ দেখে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা ক্লান্ত পথিক মোট দুইবার বলেছিলেন গানটি গাইবার জন্য। কেন এই গানটি গাইতে বলছো? নববধূর এমন প্রশ্নের উত্তরে বনলতার স্রষ্টা শুধুই মুচকি হেসেছিলেন। ফুলশয্যার মিলন ক্ষেত্রে কবির এমন পরলৌকিকতার শ্রবণ ঈপ্সা প্রকৃতই যে কতটা বেমানান তা তৎক্ষণাৎ সত্যিই এক অনাঘ্রাতা সুন্দরী শিক্ষিকাকে অন্তরে অন্তরে টলিয়ে দিয়েছিল পরবর্তী অধ্যায়ের লাতুর সম বিধ্বস্ত অভিঘাতে।

তাই হয়তো তাঁর নিজস্ব পাহাড় প্রমাণ অভিজ্ঞতা থেকে অকপটে বলতেন, ‘মৃত্যুর পরপার সম্পর্কে জীবনানন্দের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মধ্যেই তিনি বলতেন, মৃত্যুর পরে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়। আর বলতেন, আচ্ছা বলো তো আমি মারা গেলে তুমি কী করবে?’ এও যে এক রহস্য ঘেরা দারুচিনি দ্বীপের নির্জন অন্ধকারে হয়তো সদা জাগ্রত উপাসকের অজানা আত্ম সাধনা।

অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার বরিশাল। সেখানেই জন্মে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তারিখটি ছিল ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। বাবার নাম সত্যানন্দ দাশগুপ্ত। মাতা ছিলেন কবি কুসুমকুমারী দাশগুপ্ত। সুতরাং কবির জন্মগত নাম ছিল জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি দাশগুপ্তের পরিবর্তে শুধু দাশ পদবীটি ব্যবহার করতে শুরু করেন কবি। তাঁর পোষাকি নাম ছিল মিলু। মা কুসুমকুমারী দেবীর লেখা কবিতার লাইন ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে’ পরাধীন বাংলায় একদা দারুণ সারা জাগিয়ে ছিল আম বাঙালির অন্তরে অন্তরে। বাবা ছিলেন একাধারে স্কুল শিক্ষক। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ‘ব্রাহ্মবাদী’ পত্রিকার ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

নির্জন রাত্রির একাকী নক্ষত্র অভিলাষী কাব্য প্রেমিকেরা ছিলেন দুই ভাই এক বোন। সবার বড় ছিলেন স্বয়ং বিষন্ন পথিক কবি। ভাইয়ের নাম অশোকানন্দ দাশগুপ্ত। বোনের পরিচয় সুচরিতা দাশগুপ্ত। কবির এক পুত্র ও এক কন্যা। তাঁদের পরস্পরের নাম যথাক্রমে সমরানন্দ দাশ এবং মঞ্জুশ্রী দাস। ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ১৯১৯ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২১ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন।

জীবনানন্দ নিজের জীবদ্দশায় ২১টি উপন্যাস, ১২৮টি ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমন হতভাগ্য ছিলেন যে বেঁচে থাকতে এইসব বাংলা ভাষার মনিমানিক্যের একটিও প্রকাশিত হয়নি। ১৯১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কবিতা। ‘ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকায়। কবিতার নাম ছিল ‘বর্ষা আবাহণ’। তিনি প্রায় ৮০০টি কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র ২৬২টির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। অথচ কবির পরলোক গমনের পর তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী নব ধারার বিপুল আয়োজন। জীবিতকালে কবি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই এক অবহেলিত ও উপেক্ষিত কাব্য সাধক। কি পরিচিত সমাজে। কি প্রিয়জনের সকাশে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় এমনও ফিসফিস উপাখ্যান যেখানে কবির মৃত্যুর পর লাবণ্য দেবী কোনও একজন অতি পরিচিত সদ্যমৃত স্বামীর বন্ধুকে নাকি তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, ‘তোমাদের জীবনানন্দ কি সত্যিই কবি ছিলেন?’ হায়রে হায়, হয়তো এমনই ছিল ব্যক্তি জীবনানন্দের তীব্র কটাক্ষ অসম্মানিতের অস্বীকৃতিময় জীবনযাপন।

নির্জনতার অন্তর্মুখী কবি সম্পর্কে বিশ্বকবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বলেছিলেন, ‘ওঁর কবিতা চিত্ররূপময়’। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁকে সম্বোধন করতেন, ‘নির্জনতম কবি’। অন্নদাশঙ্কর রায় উল্লেখ করতেন তাঁকে, ‘শুদ্ধতম কবি’ বলে। ১৯৫২ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ও ১৯৫৫ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন কল্লোল যুগের এই বিপন্ন কবি। কোনও দিনই তিনি স্থায়ী চাকরি করার সুযোগ পাননি। এমনও শোনা যায়, চরম দারিদ্র্য ক্লিষ্ট হয়ে পরিচিতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন অর্থ সংস্থানের কারণে। বিনিময়ে হামেশাই জুটেছিল নিখাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গোটা আকাশ সম লজ্জাজনক হতাশা মাত্র।

পরাবাস্তবের এই কবি ছিলেন ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, গীতিকার, সম্পাদক ও অধ্যাপক। কলকাতার দৈনিক ‘স্বরাজ’ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনাও করেছেন কিছুদিন। এছাড়া কলকাতা, হাওড়া এবং বরিশালের একাধিক কলেজে অস্থায়ী ভাবে অধ্যাপনাতেও যুক্ত ছিলেন।

অতি ব্যক্তিগত বিতর্কিত জীবনেও তিনি কিন্তু আদৌ সুখী ছিলেন না। প্রথম জীবনে খুড়তুতো বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আচমকা বেড়ে গেলেও সেই সম্পর্কের জল অবশেষে বেশি দূর গড়ায়নি। আবার অনেক গবেষক দাবি করেন, দাম্পত্যের অন্দরমহলে শারীরিক অধ্যায়েও খুব একটা সুখী ছিলেন না কবি। আসলে মনের অন্দরে ক্ষতবিক্ষত জীবনানন্দ ছিলেন এক অতৃপ্ত, কুণ্ঠিত আর আত্মভোলা পুরুষ। মিলের মোটা ধুতি পরতেন। একবার স্ত্রী লাবণ্য দেবী একটি ধুতি কিনে উপহার দিয়ে ছিলেন তাঁকে। বলেছিলেন, ‘একটু ফিটফাট হয়ে, সাজগোজ করে থাকতে পারো তো। না হলে লোকে কি বলবে!’ কবি লেখায় ব্যস্ত ছিলেন তখন। লেখা থামিয়ে বলে ওঠেন শান্ত স্বরে, ‘তুমি যে ভাবে খুশি সাজ-পোশাক করো, তোমার সে ইচ্ছেতে আমি কোনও দিনই বাধা দেব না। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছামতো চালাতে বৃথা চেষ্টা করো না।’ কবির এমন অচেনা বিরূপ আচরণে তখনকার মতো হঠাৎ থমকে গিয়েছিলেন লাবণ্য দেবী। এইরূপ নানাবিধ অন্তর্ভেদী আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্রণায় চির জর্জরিত হয়ে ছিলেন ‘মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য’ আঁকা এই ব্যর্থ প্রেমিকবর। তাই হয়তো লাজুক, ভিড় এড়িয়ে চলা অভিমানী তিনি ভাবতেন আপন খেয়ালে, ‘জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল।’ হয়তো সে কারণেই তিনি বাঙালির হৃদয়ের কোঠায় প্রকৃতির কবি হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে ওঠেন অচিরেই। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় তাঁর মৃত্যুর পর।

ধবল বক প্রিয় কবি মারা গিয়েছিলেন ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। কলকাতার বালিগঞ্জে সবুজ ঘাসে আবৃত অঞ্চলে ট্রামে ধাক্কা লাগে ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায়। ড্রাইভার ব্রেক মেরে ট্রাম দাঁড়ও করালেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রামের ক্যাচারে পিষে যায় তাঁর রক্তাক্ত অচৈতন্য শরীর। ভেঙ্গে যায় কণ্ঠ, উরু এবং পাঁজরের অনেকগুলি হাড়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই দুর্ঘটনায় ট্রামের সামনের অংশ তুবড়ে যায়।

জীবনানন্দের মৃত্যু নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে প্রকৃত ঘটনাটি কি তার যথার্থ উত্তর আজও অনুচ্চারিত। কবির অনেক স্বজনদের দাবি এটি সম্ভবত নিছকই দুর্ঘটনা। আবার একাংশ গবেষকের ধারণা, কবি জেনে বুঝে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু ঘিরে তাই অনেক ধোঁয়াসার ছড়াছড়ি। কিন্তু এ সবের অন্তিম পরিণতি বলতে সবকিছুই যেন এক অমীমাংসিত ‘সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।’

কবির লেখার মধ্যে বারেবারে ফুটে উঠেছে এক জীবন বিতৃষ্ণা সহ আত্মহত্যার বহুল শব্দ লালিত ইঙ্গিত। যেমন, ‘এইবার ছুটি পেয়ে ফিরিব না পৃথিবীতে আর।’ কবি আহমেদ রফিক তাই নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন উনার সম্পর্কে, ‘সম্ভবত প্রেমের অপূর্ণতা, ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় জীবনের যে গভীর হতাশা-নৈরাশ্য জন্ম নেয়, ব্যথা বেদনা যন্ত্রণার উদ্ভব ঘটে, তারই পরিণামে ক্রমান্বয়ে অতল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মৃত্যু চেতনায় উত্তরণ নির্বিকল্প হয়ে ওঠে।’

ট্রামলাইনে উপর গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পার্শ্ববর্তী চায়ের দোকানী চুনিলাল সহ বেশ কিছু নিকটবর্তী মানুষ দৌড়ে এসে কবিকে উদ্ধার করেন। এবং কলকাতা স্থিত শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করেন। উদ্বিগ্ন সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় কবিকে দেখতে এসে জরুরি চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা বিফল করে ২২ অক্টোবর রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে ওই হাসপাতালে কবি নক্ষত্র লোকে পাড়ি জমান।

মৃত্যুর আগে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে পাশে থাকা সম্পাদক বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের হঠাৎ হাত ধরে ক্ষীণ স্বরে জীবনানন্দ বললেন, ‘এখানে ভালো লাগছে না। একটা কমলালেবু খেতে পারব?’ এটাই বোধ হয় তাঁর জীবনের শেষতম কথোপকথন। আসলে তিনি আবার বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে। আবার কমলালেবুর খাবার বাসনা একেবারে অন্তিম মুহূর্তে করেছিলেন। এসবই তো বাঁচার মনষ্কতার তীক্ষ্ণ নিদর্শন। মনে সেই বাঁচার অভিপ্রায় যদি থাকবে তবে তিনি আত্মহত্যা খামোকা করতে যাবেন কেন? এমনকি দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরাও একবাক্যে জানান, দুর্ঘটনা ঘটার একেবারে প্রাক মুহূর্তে বিপন্ন কবির দুই হাতে দুটি ডাবের থোকা ধরা ছিল। এভাবেই তিনি তখন সেই ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। আকস্মিক চলন্ত ট্রামে তাঁর ধাক্কা লাগে। যদিও দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রামের থেকে ঘন্টা বাজানো হয়েছিল। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠে আসে, দুই হাতে গাদা গুচ্ছেক ডাব হাতে বহণ করতে করতে কি কেউ আত্মঘাতী হতে পারেন নাকি? আত্মঘাতীই যদি হবেন তবে কবি শুধু শুধু হাতে ডাব নিয়ে হাঁটতে যাবেন কেন? তাঁদেরই বর্ণনায় তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, ‘এটি আসলে ছিল একটি দুর্ঘটনা মাত্র।’

কিন্তু বাংলা সাহিত্য গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের দাবি করেন, ‘ক্রমাগত মৃত্যু-অভীপ্সা কি ভিতর থেকে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল ট্রাম লাইনের উপর? খুব সঙ্গতভাবেই তাঁর মৃত্যুকে স্বেচ্ছামৃত্যু বলেই মনে হয় আমাদের। এই মরণেচ্ছার বাস্তব কারণও ছিল।’ আসলে এটা তো ঠিকই জীবনানন্দ ‘ফুটপাত’ কবিতায় কি অদ্ভুত সব পরাবাস্তবের প্রসঙ্গকে নিখুঁত রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যা নিজের মৃত্যুর দুর্ঘটনাকেই পদে পদে হাতছানি দিয়েছে। ‘ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি, এখন গভীর রাত, কবেকার কোন সে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায়, তুমি যেন রড ভাঙা ট্রাম এক ডিপো নাই, মজুরির প্রয়োজন নাই, কখন এমন হয়ে হায়! আকাশে নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে, কবেকার কোন সে জীবন ডুবে যায়।’ এমন রচিত লাইনগুলি কিসের ইঙ্গিত বহণ করে চলেছে আজও? কবির শেষযাত্রার ছায়াসঙ্গী অরবিন্দ গুহ সন্দেহাতীত মনে জানিয়ে ছিলেন অকপটে, ‘যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ট্রাম লাইনের সেই জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস। আশ্চর্য, শানবাঁধা কলকাতায় জীবনানন্দের জীবনের চরম দুর্ঘটনা এমন জায়গাতেই ঘটল যেখানে ঘাস, ঘাস। যে ঘাসের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়, প্রবল।’

আব্দুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের মৃত্যু সম্পর্কে আরও লেখেন, ‘আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে এবং আমরা দেখেছি। তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।’ অনেকটা একইরকম মন্তব্য করেছেন কবি তথা জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ। তাঁর মতে, ‘কলকাতার ইতিহাসে জীবনানন্দই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তার লেখাগুলো পড়লেই বোঝা যায়, তিনি মৃত্যুচিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। এক্ষেত্রে এটা আত্মহত্যা হলেও হতে পারে।’

‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।’ যে প্রকৃতির কবি এমনতর বাংলা অস্মিতার অনন্য বর্ণনা উদ্ধৃতি করতে সিদ্ধ সাধক, সেই তিনিই কিনা এমনতর অপার্থিব আকাঙ্ক্ষায় উচ্চকিত হয়েছেন বারেবারে, ‘শোনা গেল লাশকাটা ঘরে, নিয়ে গেছে তারে,

কাল রাতে; ফাল্গুনের রাতের আঁধারে, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ,... প্রেম ছিল, আশা ছিল; জ্যোৎস্নায়, তবু সে দেখিল কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার? আজও তাঁর উত্তর নেই যে আর! এখানে তিনি যে নিজেই স্বয়ং উত্তরদাতা, ‘শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, শরীরে জলের গন্ধ মেখে... কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে?’ হয়তো তাই ‘মরিবার হলো তার সাধ।’

কৌট-জানকৌট

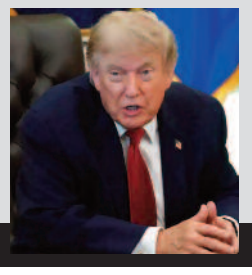

সংঘর্ষবিরতি শেষ, মনে হয় না শান্তি আলোচনা করেও লাভ আছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুরবোর্ড, বসছে প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল পুরনিগম ভেঙে দিল রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্পোরেশন আইন, ২০০৬-এর ৬০(১) ধারার অধীনে এই পুরবোর্ড বাতিল করে সেখানে দায়িত্ব সামলাবেন পুর প্রশাসক। আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সিইও তথা আসানসোলের প্রাক্তন পুর কমিশনার, আইএএস অফিসার অদিতি চৌধুরীকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ ছয় মাস অথবা নতুন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুরনিগমের সমস্ত প্রশাসনিক কাজ প্রশাসকের অধীনে হবে।

বোর্ড মিটিংয় নিয়মিত না হওয়া ও সম্পত্তি কর মকুব, নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে পুরনিগমকে ১ জুলাই শোকজ করেছিল রাজ্য। যার জবাবে তৎকালীন মেয়র বিধান উপাধ্যায় ৬ পাতার ই-মেইল পাঠালেও তাতে সন্তুষ্ট হয়নি নবান্ন। নবান্নের সিদ্ধান্তের ঠিক আগে থেকেই আসানসোলের রাজনীতিতে তীব্র টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আসানসোল পৌরনিগম প্রশাসকের অধীনে হল। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাক্তন মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'প্রশাসক বসানোর খবর আমি জানতাম না, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এটা হয় না। আশা করছি বিগত দিনের মতো প্রশাসকের অধীনে জনগণ সুষ্ঠু পরিষেবা পাবেন।' ঘটনা প্রসঙ্গে আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'জনগণ কোনও পরিষেবা পাচ্ছিল না। কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বোরো চেয়ারম্যান, একে একে পদত্যাগ করছিলেন। অথবা বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন না। জনগণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। যা হয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার মানুষ তাদের ন্যায্য পরিষেবা পাবে।' উল্লেখ্য শো-কজের চিঠি পেয়েই বিধান উপাধ্যায় কলকাতায় ছুটে এসে কালীঘাটের বদলে তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে খবর। সেই ছবি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। যা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক জল্পনা। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো এই পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর এবং বোরো চেয়ারম্যানের পদত্যাগে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল। এবার পুর বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানো হয়, নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ শুরু হল।

বন্দে মাতরমের দেড়শো বছর উদযাপন শীর্ষক সেমিনার বর্ধমান মহিলা কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমানে এম.ইউ.সি. মহিলা কলেজে আন্তর্জাতিক সেমিনারের সূচনা হল, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ কোষের উদ্যোগে এবং হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, হাওড়ার সহযোগিতায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হল দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার। ঔপনিবেশিক ভারতে সাহিত্য ও জাতীয় চেতনার বয়ান, 'বন্দে মাতরম্'-এর দেড়শো বছর উদযাপন' শীর্ষক এই সেমিনার চলবে ৭ ও ৮ জুলাই। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্র, কলকাতার পৃষ্ঠপোষকতায় কলেজের এ.পি.জে. আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শঙ্কর কুমার নাথ, কলেজের অধ্যক্ষা ড. আশরাফি খাতুন, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক প্রজিত কুমার পালিত, অধ্যাপক অপরাজিতা ধর, মরিশাসের ড. গীরজনন্দসিং বিসেসুর, ড. নিশা ঠাকুর, ড. হেমন্ত সাহা-সহ দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিশিষ্ট অতিথি। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'বন্দে মাতরম্' পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, অতিথি সংবর্ধনা এবং সেমিনারের গবেষণাপত্রের সারসংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

সেমিনারের আহ্বায়ক ড. ইন্দ্রজিৎ যাদব জানান, ঔপনিবেশিক ভারতের সাহিত্য, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করাই এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্য, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি-সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য জাতীয় চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই ইতিহাস ও সাহিত্যিক অবদানকে সামনে রেখে বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, কারিগরি অধিবেশন এবং গবেষণাপত্র উপস্থাপনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত, নেপাল ও মরিশাস-সহ একাধিক দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীরা এই সেমিনারে অংশ নিচ্ছেন। প্রত্যক্ষ উপস্থিতির পাশাপাশি অনলাইন মাধ্যমেও বহু গবেষক যুক্ত হয়েছেন। দুই দিনে মোট আশিটিরও বেশি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হবে, যা সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং জাতীয় চেতনা বিষয়ক গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা। আহ্বায়ক ড. ইন্দ্রজিৎ যাদবের মতে, এই আন্তর্জাতিক সেমিনার শুধু গবেষকদের মধ্যে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রই তৈরি করবে না, ভবিষ্যতে সাহিত্য, ইতিহাস ও জাতীয় চেতনা নিয়ে নতুন গবেষণার পথও উন্মুক্ত করবে। দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরেও এই ধরনের একাডেমিক উদ্যোগ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৫ টাকায় মাছ-ভাত!

বালুরঘাট পুরসভায় শুরু 'মা আহার' পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কম খরচে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে এক বড় পদক্ষেপ নিল বালুরঘাট পুরসভা। রাজ্য সরকারের বিশেষ নির্দেশিকা মেনে বুধবার থেকে স্থানীয় 'মা আহার' ক্যান্টিনে চালু করা হলো মাত্র ৫ টাকায় মাছ-ভাত পরিষেবা। প্রথম দিন পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্যোগ শুরু হতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ট্রায়াল বা পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন এই বিশেষ পরিষেবা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে সপ্তাহের বুধ ও শুক্রবার এই মাছ-ভাত মিলবে। তবে বাকি দিনগুলোতেও ক্যান্টিন বন্ধ থাকবে না। অন্যান্য দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের জন্য আগের নিয়মেই মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে ডিম-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এই নতুন প্রকল্পের সূচনা করে বালুরঘাট পৌরসভার পৌরপিতা সুরজিৎ সাহা জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনেই 'মা আহার' ক্যান্টিনে মাছ-ভাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন ৮ জুলাই ট্রায়াল রান হিসেবে এর পথ চলা শুরু হল। আপাতত সপ্তাহে দু'দিন দেওয়া হলেও, আগামীদিনে উপভোক্তাদের সাড়া এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়মিতপর্যালোচনা করা হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি এবং মাছের জোগান স্বাভাবিক হলেই ভবিষ্যতে প্রতিদিন মাছ-ভাত দেওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পৌরসভার রয়েছে। এদিকে পৌরসভার এই মানবিক ও অভিনব উদ্যোগে খুশি বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দুঃস্থ উপভোক্তারা। বাজারে যখন মাছের দাম আকাশছোঁয়া, তখন একই দামে ডিমের পাশাপাশি মাছ-ভাত পাওয়ায় প্রথম দিনেই ক্যান্টিনে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উপভোক্তাদের একাংশ পৌরসভার এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি, এই পরিষেবাটি যাতে কোনো বিরতি ছাড়া দ্রুত প্রতিদিনের জন্য নিয়মিত করা হয়, সেই দাবিও জানিয়েছেন।

বারুইপুর-কাণ্ডে মূল অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মিষ্টি বিলি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বারুইপুরে শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে পুলিশের এনকাউন্টারের খবর ছড়াতেই খুশির হাওয়া রাজ্য জুড়ে। সেই খুশিতেই বুধবার ইন্দাস বাজারের পথচলতি সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের মিষ্টি বিতরণ করলেন ইন্দাস এক নম্বর মণ্ডল বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন ইন্দাস সুপারমার্কেট এলাকায় মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ইন্দাস এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি উত্তম সরকার। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন চালু হয়েছে। শুরু ইউপি মডেলও। ধর্ষকদের আর রেয়াত করা হবে না। এই সরকার আগেই বলেছিল ধর্ষণ করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার ফলস্বরূপ রাজ্যে এই প্রথম এনকাউন্টার। পশ্চিমবঙ্গে ইউপি মডেল চালু হয়েছে। ধর্ষণ করলে ক্ষমা নয়, দাঁড়ি নয়, সরাসরি ফুলস্টপ। বিগত সরকার ধর্ষকদের পক্ষে ছিল। একাধিক ঘটনা ঘটেছে, কোনও বিচার হয়নি। আজকের এই এনকাউন্টারে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ খুশি হবে। একই সঙ্গে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন বিজেপি নেতারা। তাঁদের দাবি, রাজ্যে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে ঋতব্রতপন্থী সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা

২৭-০ জয় ছিনিয়ে নিল মমতাপন্থী সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। ঋতব্রত পন্থী তৃণমূলীরা যতই আস্ফালন করুক না কেন, নিচুতলার তৃণমূল নেতা, কর্মী সমর্থকেরা যে এখনও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছে তার প্রমাণ মিললো বাদুড়িয়াতে। মঙ্গলবার বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে ঋতব্রতপন্থী সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে এবং সেখানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে সেটাই প্রমাণ করে দিল। একাধিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের হাতে থাকা বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে জয় ছিনিয়ে নিল তৃণমূলের ২৭ জন সদস্যরা। বসিরহাটের বাদুড়িয়া বিধানসভা তৃণমূলের এক দুর্জয় ঘাঁটি বলে পরিচিত। এই বিধানসভার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা বুরাহুনুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন। তিনি আবার ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে দল তার উপর আস্থা রেখে প্রার্থী করে। এই বিধানসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিকে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জয়লাভ করে

তিনি বিধায়কও হন। বিধায়ক হওয়ার পর তিনি দলের দুর্দিনে ঋতব্রত গোষ্ঠীতে নাম লেখান। তারপর থেকে এলাকায় শুরু হয় চাপানউতোর। বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণ ছিল বিধায়কের লিটনের হাতে। বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুহেলিকা পারভীন এবং সহ-সভাপতি অভিজিৎ বিশ্বাস বিধায়ক গোষ্ঠীর অনুগামী বলেই পরিচিত ছিল। তবে অভিজিৎ বিশ্বাস আগেই পদত্যাগ করেছিলেন। এমতাবস্থায় দলের সঙ্গে এই গাদ্দারি মেনে নিতে পারেননি দলীয় কর্মীরা। মঙ্গলবার এই অনাস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল কালীঘাটের মমতাপন্থী তৃণমূল। বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২ জন, তার মধ্যে একজন ছিলেন বিজেপির সদস্য। এদিন সভাপতি এবং সহ-সভাপতি বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী ২৭ জন সদস্য। বাকি সকলেই ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে ২৭-০ ফলাফলে জয়ের পর বর্তমান সভাপতি সরিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলেন বিজয়ী সদস্যরা। আগামী দিনে দল ও আইন মেনে সভাপতি এ সহ সভাপতি নির্বাচন করা হবে বলে জানান সদস্যরা। জয়ের পর লাড্ডু বিলি করে আনন্দে মাতলেন কালীঘাট পন্থী তৃণমূলীরা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নেতা আশিক বিল্লাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে এখানকার বিধায়ক বাদুড়িয়ার মানুষের ভোটে জিতেছিল বুরহানুল মুকাদ্দিম। এখানের যত দুর্নীতি হয়েছে তা বুরহানুলের অনুগামীদের হাত ধরেই হয়েছে। সে বাদুড়িয়া ও দলের সঙ্গে গদ্দারি করে বালিশ চাটা ঋতব্রতর সঙ্গে মিশেছে। বাদুড়িয়ার মানুষ এটা মেনে নিচ্ছে না। ঋতব্রত পন্থীদের কেউ বাদুড়িয়াতে ঢুকলে এখানে খেলা হবে। মানুষ ছেড়ে দেবে না। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে যাবেন বাদুড়িয়ার মানুষ সেখানে যাবে।' বাদুড়িয়াতে কোনও গদ্দারের জায়গা নেই বলেও হুঁশিয়ারি দেন আশিক বিল্লাহ।

জাতীয় সড়কে টোটোর দৌরাত্ম্যে লাগাম দুর্গাপুর ট্র্যাফিক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জাতীয় সড়কে টোটোর অনিয়ন্ত্রিত চলাচল ও ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘন রুখতে কড়া অভিযানে নামল দুর্গাপুর ট্র্যাফিক গার্ড। বুধবার সকালে দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালিয়ে একের পর এক টোটো থামিয়ে নথিপত্র, বৈধ কাগজপত্র এবং ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। অভিযান চলাকালীন ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে একাধিক টোটো চালকের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে বেশ কয়েকটি টোটো আটক করে পুলিশ। ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিয়ে ভবিষ্যতে কোনওরকম শিথিলতা দেখানো হবে না। নির্ধারিত নিয়ম অমান্য করে জাতীয় সড়কে টোটো চালাতে দেখা গেলে কেবল জরিমানাই নয়, প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি গাড়ি বাজেয়াপ্তও করা হতে পারে। পুলিশের দাবি, জাতীয় সড়কে বেআইনি ও অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। সেই ঝুঁকি কমাতেই এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। আগামী দিনেও এমন অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছে ট্র্যাফিক পুলিশ।

নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড
CIN : U45201WB2001PLC092842
রেজি. অফিস : 'ঝিল মিল', সেক্টর-IV, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন : ০৩৩-৬৬২৮৫৫১৮
ইমেল : investor.niccojubilee@gmail.com

নোটিশ

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ্য জেনারেল সার্কুলার নং (গুলি) ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০ এবং পরবর্তী সার্কুলারসমূহ ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লেখ্য), ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মারফত অনুমোদিত মতে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে **নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড (এনজেপিএল) এর ২৫ তম এজিএম** সোমবার ৩ আগস্ট ২০২৬ সকাল **১১ টায় (আইএসটি) ভিসি/ওএভিএম** মাধ্যমে উক্ত সার্কুলারসমূহ এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে সংশোধিত মতে অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। নোটিশ প্রেরণ ১২ জুলাই ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পাদিত হবে।

নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
ডিরেক্টর
(ডিন : ০৭১১৯৮৮১)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৮ জুলাই ২০২৬

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস : হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু ব্যাঙ্ক তার পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি) এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি ই-নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ নাম এবং ঠিকানা/শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	নির্ধারিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি
শাখা : চন্দননগর, **এ/সি -শ্রী তপন কুমার ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা :** হরি ধাম অ্যাপার্টমেন্ট, ৫মতল, ফ্ল্যাট নং সি২, (জি-৪) নিপেন্দ্র সরণি, ওয়ার্ড নং ৯, চন্দননগর, হুগলি, পিন - ৭১২১৩৬ (পব), **জামিনদাতা : ইভানা ঘোষ**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং সি২) ৫ম তলে, হরি ধাম অ্যাপার্টমেন্ট, জি-৪ তলা ভবনে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৩ বর্গফুট হোল্ডিং নং ১১৮৩ (নতুন), ১০৭৪ (পুরানো), মৌজা -চন্দননগর, জেএল নং ১, এলআর দাগ নং ৪৭৮, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮০, ১৪৮১, ১৪৮২, আরএস দাগ নং ২৪৮, আরএস খতিয়ান নং ১৬৫, থানা : চন্দননগর, ওয়ার্ড নং ৯, চন্দননগর পুরসভা অধীন, সম্পত্তি শ্রী তপন কুমার ঘোষের নামে।	**৮,৯৯,৮৮৫.৪৪ টাকা ইউসিআই সহ এবং ব্যয় পরবর্তী**	**দাবি নোটিশের তারিখ ১২.১২.২০২২ প্রতীকী দখলের তারিখ ১১.০৫.২০২৩**	**সংরক্ষিত মূল্য ১৬,৬৫,০০০ টাকা** **ইএমডি ১,৬৬,৫০০ টাকা**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৮.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন

নিয়ম এবং শর্তার্দি :

১. **নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র https://BAANKNET.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে।**
২. **নিলামের তারিখ ও সময় ২৮.০৭.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সকল সম্পত্তির জন্য, এরপর প্রতিবার ১০ মিনিট করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় বাড়ানো যাবে, অর্থাৎ, শেষ ১০ মিনিটে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে নিলামের সময় আরও ১০ মিনিট বাড়ানো হবে।** শেষ ১০ মিনিটে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে নিলাম শুরু হবে। **বিডারদের তাদের প্রস্তাব ১০,০০০ টাকার (শুধুমাত্র দশ হাজার টাকা) গুণিতকে উন্নত করতে হবে। আগ্রহী পক্ষগণ ০৯.০৭.২০২৬ থেকে ২৭.০৭.২০২৬ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে সাইটে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারবেন।**
৩. **আগ্রহী দরদাতাদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।** সম্ভাব্য দরদাতারা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপরোক্ত লিঙ্কে জানতে পারবেন। যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী নিহার রঞ্জন কুয়ানর- মোবাইল ৭০০৮৩৭৩৪২৬ অথবা শ্রী অভিষেক দোলুই- মোবাইল ৮২৭৬৮০৩৫১৩-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
৪. দরদাতাদের আগে থেকেই কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে, যেমন :
ক. দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধন দরদাতাকে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টাল **https//BAANKNET.com**-এ নিবন্ধন করতে হবে।
খ. কেওয়াইসি যাচাইকরণ : দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাই করা হবে (এতে ২ দিন সময় লাগতে পারে)।
গ. গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি-র অর্থ স্থানান্তর : ই-নিলাম পোর্টালে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফারের মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইনে তহবিল স্থানান্তর করতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা বিস্তারিত তথ্যের জন্য **https//BAANKNET.com** দেখতে পারেন।
৫. অনলাইনে জমা দেওয়া দরপত্রের ফর্মের একটি অনুলিপি, সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রসহ, **অনুমোদিত কর্মকর্তা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১-এর ঠিকানায় পাঠাতে হবে অথবা এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে ARD.Howrah@bankofindia.bank.in এই ইমেইলটি ২৮.০৭.২০২৬ তারিখের আগে পৌঁছানোর জন্য পাঠাতে হবে।**
৬. উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদসমূহ **''যেমন আছে যেখানে আছে'' ভিত্তিতে, ''যেমন আছে যা আছে'' ভিত্তিতে এবং ''কোনো প্রতিকার ছাড়াই''** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে, নিলামে তোলা সম্পত্তির উপর থাকা দায়, মালিকানার স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং ভৌত দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও খরচ (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ পাওনা সফল দরদাতা বহন করবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতার জন্য এবং ভৌত দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৭. উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণসমূহ অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বিবৃত করা হয়েছে। এই গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
৮. উল্লিখিত সম্পত্তিগুলো উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের **https//BAANKNET.com**-এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৯. **আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই, যেকোনো অবস্থায় ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০টার মধ্যে, উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং ইএমডি-এর টাকা জমা দিতে হবে।**
১০. **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে, বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা দর গৃহীত হওয়ার পর অবিলম্বে অর্থাৎ একই দিনে অথবা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ মোট দরের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।** সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে দরদাতাকে অবশ্যই আইনত দর দেওয়ার যোগ্য হতে হবে।
১১. **অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় দরপত্র গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাংকিং কার্যঘণ্টার মধ্যে) দরপত্র/ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। সফল দরদাতা অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, তার দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক সম্পত্তিটির নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা পাবে এবং অর্থ প্রদানে ব্যর্থ ক্রেতা/দরদাতার সম্পত্তির উপর, বা প্রদত্ত কোনো অর্থের উপর, বা যে মূল্যে সম্পত্তিটি পরবর্তীতে বিক্রি করা হতে পারে তার কোনো অংশের উপর যেকোনো দাবি বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।**
১২. সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে বিক্রয় সনদপত্র জারি করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
১৩. অসফল দরদাতার ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
১৪. অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দর বা যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় স্থগিত/বিলম্বিত/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৫. সফল দরদাতা/ক্রেতা হস্তান্তর দলিলের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (যদি থাকে) সহ সমস্ত কর বহন করবেন।
১৬. এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) অনুসারে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অগ্রিমের বন্ধকদাতাদের জন্য পনেরো দিনের নোটিশ।
১৭. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন **https//www.bankofindia.co.in/www.bankofindia.bank.in**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০৭.২০২৬

অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

পদ ফিরে পেতেই বিজেপি নেতার শক্তি প্রদর্শন জামালপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: আগামী ১০ জুলাই বিজয় মিছিলকে সামনে রেখে বুধবার জামালপুরে বিজেপি ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক বিশাল বাইক মিছিল। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মণ্ডলের নবনিযুক্ত সভাপতি প্রধানচন্দ্র পাল। আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচির আগে দলের অন্দরে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি এবং প্রচারের লক্ষ্যেই এদিন পথে নামে গেরুয়া শিবির। আগামী ১০ জুলাই জামালপুরে বিজেপির যে বিজয় মিছিল হওয়ার কথা রয়েছে, তাকে সর্বতভাবে সফল করে তুলতেই এদিন মাঠে নেমে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা। বাইক মিছিলটি জামালপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে, যার ফলে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মিছিলের নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। মঙ্গলবারেই প্রধানচন্দ্র পাল পুনরায় মণ্ডলের সভাপতি হিসেবে নিজের দায়িত্ব ফিরে পেয়েছেন। আর দায়িত্ব ফিরে পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তাঁর এই বাইক মিছিলকে অনেকেই রাজনৈতিক 'শক্তি প্রদর্শন' হিসেবেই দেখছেন। নিজের পুরনো পদে ফিরে আসার পর দলের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব যে অটুট, এদিন যেন সেটাই কর্মীদের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। এদিনের মিছিলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাইক আরোহী এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

চন্দ্রকোনা পুরসভার ভিসিটি কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা পুরসভার সামনে বকেয়া বেতনের দাবিতে অবস্থান -বিক্ষোভে সামিল হলেন ভেক্টর কন্ট্রোল টিম তথা ভিসিটি-র কর্মীরা। বুধবার পুরসভার মূল গেটের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন ১২টি ওয়ার্ডে কর্মরত মোট ৮৪ জন ভিসিটি কর্মী। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। বারবার পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। অবিলম্বে তাঁদের সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক স্বর্ণ দ্রব্যাদির নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতা, তাদের আইনী উত্তরাধিকারী, স্বর্ণের গহনা/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে, ব্যাংক কর্তৃক বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া/নোটিশ দেওয়ার পরেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকে তাদের পাওনা পরিশোধ করছেন না। **এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যদি তারা ২৩.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাদের সকল পাওনা (হালনাগাদ সুদ এবং সকল খরচ/ব্যয় সহ) তাদের নিজ নিজ স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারগুলি ২৪.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক ই-নিলাম ওয়েবসাইট http://egold.auctiontiger.net এর মাধ্যমে** ঋণগ্রহীতার খরচে ই-নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনও অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনও ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনও অভিযোগ/অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, প্রয়োজনে ব্যাংক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করার বা কোনও কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নাম্বার	মোট নেট ওজন (গ্রামে)	মোট নেট ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	ছাপরা	লাবনী খাতুন	৪১২৩৭৭৬১০০০৬২০৪	৩৫.৫০	৭.৩০	৪৬,৬৫৩.০৪

ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত/প্রাক পর্যবেক্ষণ তারিখ

ইএমডি পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত

অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড **ব্যাঙ্ক নাম :** আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং - ০০২৪০৫০১৯৪০৮**
শাখা : জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ, আইএফএসসি কোড : ICIC0000024
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ ১৭.০৭.২০২৬ এবং ১৮.০৭.২০২৬ সময় : দুপুর ৩টে থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত

নিলামের শর্ত

রত্নালংকার/অলংকারের মান বিষয়ে ব্যাঙ্ক দায়ী নয়। অংলকার নিলাম হবে 'যা আছে' ভিত্তিতে। অলংকার দায়বদ্ধকারী এবং ডাকে সফল ব্যক্তিই স্বর্ণের মান বিষয়ে দায়ী থাকবেন। সফল ডাকদাতা স্বর্ণের বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ডাক পরিমাণ আদায়দিতে বাধ্য থাকবেন, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রি বাতিল করবে। আগ্রহী ডাকদাতা বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই নিলামের সূচি পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার রাখে। স্বর্ণালংকার নিলামের পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না। ব্যাঙ্ক যেকোনও পর্যায়ে বিক্রির কোনও শর্ত ছাড়, এবং পরিবর্তন, সংশোধন করার অধিকার রাখে এবং তা চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য। নিলামে অংশগ্রহণ এবং ডাক দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাকদাতা নিলামের নিয়ম এবং শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সকল কর এবং অন্যান্য কর ডিউটি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং অন্যান্য সকল বিষয় মূল ক্যাভিয়েটকারী সম্পর্কে জ্ঞাত হিসেবে ধরা হবে। ডাকদাতা নিলামের সময়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সকল নিয়ম এবং শর্ত অনুধাবন করেছেন, সংশোধনী সহ, যদি কিছু থাকে। ডাক দেওয়ার পর কোনও আপত্তি বা অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। কোনও ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে নোটিশের ইংরেজি মাধ্যম সঠিক হিসেবে গণ্য হবে।

অনলাইন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত- আইএসটি। আগ্রহী ডাকদাতা যোগাযোগ করতে পারেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লি.(অকশন টাইগার), যোগাযোগ - ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ বা ইমেল আইডি : egold@auctiontiger.net অনলাইন অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিলাম প্রক্রিয়া এবং অন্য তথ্যের জন্য।

তারিখ : ০৯.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN : L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬ | ই-মেল : share.dept@bata.com | ওয়েবসাইট : www.bata.in

বিজ্ঞপ্তি

ক. কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) উল্লেখ্য জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ২/২০২২, নং ১০/২০২২, নং ০৯/২০২৩, নং ০৯/২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (পরবর্তীতে যৌথভাবে এসিএ সার্কুলার সমূহ হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএমতে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত **বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানি)** এর **৯৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টায় আইএসটি**, ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী ২০১৩ সালের কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত সংস্থান অধীনে (সংশোধনী অনুযায়ী) (আইন) এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত মতে) (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুমোদিত মতে অনুষ্ঠিত হবে।

খ. এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী ৯৩তম এজিএম (নোটিশ) আহ্বায়ক নোটিশ, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি (বার্ষিক প্রতিবেদন) সংশ্লিষ্ট সদস্যকে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণের)/ইস্যুকারী রেজিস্ট্রার শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এর নিকট নথিভুক্ত তাদের ইমেল মাধ্যমে পাঠানো হবে। উল্লিখিত মতে যেসকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত নয় তাদের ওয়েব-লিঙ্ক, যথাযথ হদিশ সহ, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিস্তারিত উপলব্ধ সন্ধান সম্বলিত পত্র দেওয়া হবে। ভিসি বা ওএভিএম মারফত এজিএম অংশগ্রহণের নির্দেশাবলি এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে দেওয়া হবে।

গ. যেসব সদস্য ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করছেন অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা কোম্পানিকে share.dept@bata.com ঠিকানায় অথবা আরটিএ-কে investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com ঠিকানায় নিম্নলিখিত নথিপত্র পাঠিয়ে নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পর ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন

১. স্বাক্ষরসহ একটি অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি, যাতে নাম, ফোলিও নম্বর/ডিমেট অ্যাকাউন্টের বিবরণ ও ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাক-ঠিকানা উল্লেখ থাকবে;

২. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং

৩. শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিপরীতে নিবন্ধিত ডাক-ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন;আধার কার্ড/সর্বশেষ বিদ্যুৎ বিল/সর্বশেষ টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাংক পাসবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি।

যেসব সদস্য ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের বৈধ ইমেল ঠিকানা ইতিমধ্যে কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে নিবন্ধিত আছে, তাদের এ বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঘ. **ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ:** 'লিস্টিং রেগুলেশনস'-এর ১২ নম্বর প্রবিধান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট Schedule I ও প্রাসঙ্গিক 'সেবি' সার্কুলার অনুযায়ী, লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে আরবিআই অনুমোদিত যেকোনো ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের জন্য বিনিয়োগকারীদের দেওয়া ব্যাংক-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করা কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক। আরটিএ-র কাছে প্যান, মোবাইল নম্বর-সহ যোগাযোগের বিবরণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং নমুনা স্বাক্ষর জমা দেওয়ার পরেই এই অর্থ প্রদান করা হবে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা প্যান, কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য (ব্যাংক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি বা 'ব্যাংক ম্যান্ডেট' সহ) এবং নমিনেশন বা মনোনীত ব্যক্তির তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়ে 'সেবি' সার্কুলারগুলি মেনে চলেন। এই সার্কুলারগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bata.in-এর "Investor Relations > Investor Information" ট্যাবে অথবা আরটিএ-র ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com-এর "Resources > Downloads > Circulars" ট্যাবে পাওয়া যাবে।

ঙ. **যেসব সদস্যের শেয়ার 'ডিম্যাট' মোডে রয়েছে, তাঁদের নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাংক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি (ব্যাংক ম্যান্ডেট) সরাসরি তাঁদের সংশ্লিষ্ট 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট'-এর কাছে আপডেট বা হালনাগাদ করে নেওয়া উচিত।**

চ. তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ নম্বর বিধি অনুযায়ী, লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে 'রেকর্ড ডেট' হবে শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬। আয়কর আইন, ২০২৫ -এর বিধান অনুযায়ী, কোনো কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। সেই অনুযায়ী এবং উক্ত বিধানাবলি পরিপালনপূর্বক, কোম্পানি প্রয়োজনীয় উৎসস্থলে কর (টিডিএস) কর্তন করার পরেই লভ্যাংশ প্রদান করবে (যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় তা অনুমোদিত হয়)। শেয়ারহোল্ডারদের আবাসিক অবস্থান এবং তাদের দাখিলকৃত ও কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে 'উৎসস্থলে কর' বা 'উইথহোল্ডিং ট্যাক্স'-এর হার ভিন্ন হতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের আয়কর আইন এবং এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, এ বিষয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রদত্ত তথ্যাবলিও পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সাধারণভাবে, টিডিএস সংক্রান্ত আবশ্যিক শর্তাবলি পরিপালনের সুবিধার্থে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা আয়কর আইন অনুযায়ী তাদের আবাসিক মর্যাদা, প্যান এবং ক্যাটাগরি বা শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে অথবা;যদি শেয়ার ফিজিক্যাল বা কাগজের আকারে থাকে;তবে কোম্পানি বা আরটিএ-এর কাছে হালনাগাদ করে নেন।

ছ. বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট *www.bata.in*-এ পাওয়া যাবে এবং সেইসাথে যেসকল স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানেও তা পাঠানো হবে; যাতে তারা তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে যেমন; *www.nseindia.com, www.bseindia.com* এবং *www.cse-india.com* এগুলি প্রকাশ করতে পারে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ৮ জুলাই, ২০২৬

৬ মাসেও মিলছে না জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র

রানিগঞ্জের কর্পোরেশন দপ্তরে হয়রানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্রের জন্য মাসের পর মাস ঘুরেও মিলছে না কাগজ। ফলে স্কুলে ভর্তি থেকে সরকারি-বেসরকারি কাজ, সব ক্ষেত্রে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন রানিগঞ্জের বাসিন্দারা। এই অভিযোগে তারবাংলা জলট্যাংকি এলাকার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন দপ্তরে সরজমিনে হাজির হলেন স্থানীয় বিজেপি যুব নেতৃত্ব। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ৬ মাস ধরে কর্পোরেশনের জন্ম-মৃত্যু শাখায় চক্কর কাটতে হচ্ছে। কিন্তু বারবার ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে। এর জেরে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি, আধার-ভোটার সংশোধন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ আটকে যাচ্ছে। দপ্তরে গিয়ে জানা যাচ্ছে 'পোর্টাল কাজ করছে না।' ফলে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। অনেককে আবার বারবার ডেকে বিভিন্ন কাগজ জমা দিতে বলা হচ্ছে। বুধবার বিজেপি যুব নেতারা দপ্তরে গিয়ে দেখেন নির্ধারিত সময়েও আধিকারিক অনুপস্থিত। অন্যান্য কর্মীরাও কেউ সাড়ে ১০টায়, কেউ ১১টায়, কেউ আবার সাড়ে ১১টায় আসছেন। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জানা গেছে, গত ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে ওয়েবসাইট সক্রিয় না থাকায় কাজ থমকে রয়েছে। স্থানীয় বিজেপি যুব নেতৃত্ব দপ্তরের কর্মীদের সঠিক সময়ে অফিসে আসার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে যাতে হয়রান না করা হয় ও দ্রুত যাতে তথ্য যাচাই করে শংসাপত্র দেওয়া হয় সেই দাবি জানান। দপ্তরের তরফে জানানো হয়, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এখন প্রশ্ন, আগামীদিনে এই দপ্তরের কাজ কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে। ততদিন পর্যন্ত কি তাহলে হয়রানির শিকার হতেই থাকবেন সাধারণ মানুষ।

ভাইকে খুনের দেড় বছর পর গ্রেপ্তার অভিযুক্ত দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভাইকে খুনের ঘটনায় প্রায় দেড় বছরের মাথায় অভিযুক্ত দাদাকে একটি ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকেই অভিযুক্ত সমীরণ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের ২৯ মে টাকা পয়সার লেনদেনকে কেন্দ্র করে নিজের ভাই পবন দাসকে (২৮) শ্বাসরোধ করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে দাদা সমীরণ। এই ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত সমীরণ গা ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত সমীরণ দাস খুনের অভিযোগের পর থেকেই রাজ্যের বাইরেই কোথাও চলে গিয়েছিল। প্রায় দেড় বছর পর সে মালদায় ফিরে আসে। গোপন সূত্রে খবর পেতেই অভিযান চালিয়েই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খুনের ঘটনার বিষয়ে পরিবারের লোকেরা পুলিশকে জানিয়েছে, অভিযুক্ত সমীরণ মাদকের নেশায় আসক্ত ছিল। তার ভাই পবনের কাছে প্রচুর টাকা ধার করে ফেলেছিল। সেই টাকার পাওনাকে ঘিরে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

আরামবাগে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ সেতুর পথে বড় পদক্ষেপ

শুরু হল প্রাথমিক সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রায় ছয়টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হল আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতু। আর এই সেতু বেহাল হওয়ার পরেই নতুন দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ সেতু তৈরির দাবি জোরাল হয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ সেতু তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে তৎপর হয়ে ওঠেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। বুধবার আরামবাগের দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ সেতু নির্মাণের জন্য মাপজোক ও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন পূর্ত দপ্তরের দ্বারকেশ্বর নদীর উপর প্রস্তাবিত নতুন চার লেনের সেতু নির্মাণের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং মাপজোকের কাজ শুরু করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই নতুন চার লেনের রামকৃষ্ণ সেতুর প্রাথমিক স্কেচ প্রস্তুত হয়েছে। রামকৃষ্ণ সেতু থেকে প্রায় ২৫ মিটার দূরে নতুন সেতুটি নির্মিত হবে। এর সংযোগ রাস্তা শুরু হবে আরামবাগের

দৌলতপুর এলাকা থেকে। নতুন সেতুটি রামকৃষ্ণ সেতুর বাঁদিকে নির্মিত হবে। বর্ষা শেষ হলেই কাজ শুরু করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, যাতে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর বা সম্পত্তির ক্ষতি কম হয়, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আরামবাগের পি ডব্লিউ ডি দপ্তরের আধিকারিক নিখিলেশ দে বলেন, 'এদিন প্রাথমিকভাবে নতুন রামকৃষ্ণ সেতুর কাজ শুরু হল। দ্রুত সেতু নির্মাণ করা হবে। পুরানো সেতু থেকে ২৫ মিটার দুরে এটি তৈরি করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি কাজ সমস্ত বিষয় বাস্তবায়িত করার।' অপরদিকে আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম। আরামবাগ-সহ ছয়টি জেলার মানুষের স্বার্থে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ সেতু তৈরি খুব প্রয়োজন। পুরানো সেতু দিয়ে ভারি যানবাহন চলাচল না করায় বহু ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। তাই আমরা দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ সেতুর কাজ শুরু করে দিলাম।' সবমিলিয়ে বিজেপি সরকারের একের পর এক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় রাজ্যবাসী খুবই খুশি। বিশেষ করে আরামবাগের মানুষ। কারণ বিজেপি বিধায়করা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছেন। যা বিগত ৪৫ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়নি।

মারধরের পর গলায় দড়ি!

যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে উত্তাল রাতিবাটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: প্রথমে বেধড়ক মারধর। কয়েক ঘণ্টা পর বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল রানিগঞ্জ থানার রতিবাটি এলাকা। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, আত্মহত্যা নয়, তাঁর স্বামীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত হিসেবে প্রতিবেশী এক দম্পতির নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে দেহ নিয়ে পথ অবরোধ করে মৃতদেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃত সন্তোষ বাদ্যকরের (৪২) স্ত্রী অনিতা বাদ্যকরের অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশী নরেশ পাসি ও পিঙ্কি পাসি একটি বড় পাথর দিয়ে তাঁর স্বামীর উপর হামলা চালায়। স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। তাঁদের মেয়েকেও তাড়া করা হলে সে প্রাণভয়ে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অনিতা দেবীর দাবি, ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। ফিরে এসে বুকে ব্যথার কথা জানান। রাত হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে তিনি মেয়েকে নিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য চাইতে যান। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, অভিযুক্ত দম্পতি তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় স্বামীর নিথর দেহ দেখতে পান। মৃতের স্ত্রীর কথায়, 'ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে। আমি নিজের চোখে মারধর করতে দেখেছি। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'আমরা গরিব মানুষ। লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাই। আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকাটাই ওদের সহ্য হত না।' মঙ্গলবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ নিয়ে রতিবাটি এলাকায় পথ অবরোধ করেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয়রাও। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, 'এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যা তথ্য উঠে আসবে, সেই অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং,১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ (ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৭)

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুভদ্র বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ (ক্রমিক নং ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১)

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুভদ্র বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ (ক্রমিক নং ১২)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী** স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পত্তি , যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে ।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৭.২০২৬

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের নাম	যে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী দেবক ব্যানার্জি** পিতা- দেবব্রত ব্যানার্জি **ঠিকানা :** ডিএন চ্যাটার্জি রোড, তালতলা আগরপাড়া, পানিহাটি, কলকাতা-৭০০৫৮। **এছাড়াও:** ইএমপি আইডি-৮৬৮৭৭৯, টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস, ইকো স্পেস, নিউ টাউন, পিন-৭০০১৫৬ **এছাড়াও:** মাতৃ পিতৃ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং - এ, ২৭৫ এবং ২৭৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ৭০০১৩১	উক্ত (জি+৪) বহুতল ভবন যার নাম ''মাতৃ পিতৃ অ্যাপার্টমেন্ট''-এর চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং- ''এ'', টাইলস ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮৮১ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়া ৭০৫ এবং কার্পেট এরিয়া কমবেশি ৬৩৪.৫০ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি ব্যালকনি রয়েছে, যাহা **ডিড নং আই-১৫০১০১১০৯/২০২৫,** ভলিউম নং- ১৫০১-২০২৫, পৃষ্ঠা নং ৪০৭৯১ থেকে ৪০৮২৩, বিইং নং- ১৫০১০১১০৯, ২০২৫ সালের জন্য ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, ডি.এস.আর.- ১ এর কার্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত, এবং এর সাথে তলদেশের বাস্তু জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ যার মোট জমির পরিমাণ ৮ কাঠা ১২ ছটাক ৩৭ বর্গফুট (কম বা বেশি) যাহা মৌজা- আহারামপুর, জে.এল. নং ৩৫, রে.সা. নং ৯৭, সাবেক সি.এস. দাগ নং ৭১, আর.এস. দাগ নং ১০৬৭ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ১২৪৭, সমতুল্য হাল এল.আর. দাগ নং ৪২৮, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ (৪ কাঠা ০৪ ছটাক মালিক নং ১ থেকে ৯) এবং হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৪২৮ (৪ কাঠা ০৮ ছটাক ৩৭ বর্গফুট মালিক নং ১০)-এ অবস্থিত, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩১, পশ্চিমবঙ্গ, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৭৫ এবং ২৭৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ০৪ এর আওতাভুক্ত, এডিএসআরও ব্যারাকপুর হাল সোদপুর এর এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩১, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি (জমির প্লট) নিম্নলিখিতভাবে ঘেরা:-** উত্তরে- জগন্নাথ দাস ও অন্যান্যদের বাড়ি। দক্ষিণে- প্রয়াত লাবণ্যপ্রভা গুপ্ত। পূর্বে- রেলওয়ের জমি। পশ্চিমে- ২০-০ ফুট চওড়া আশুতোষ মুখার্জি রোড। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে।**	**৩১,৯৭,৪১৬.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ষোলো টাকা মাত্র) ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (তৎসহ পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)।	ক) ৩৪,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯০৫১০৩৩৩৬৭ পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
২.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি** পিতা- শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি, **ঠিকানা-** ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১১০	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি পৌরসভার সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং ঘোলা থানার অন্তর্গত ২৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মৌজা- ঘোলা, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. নং ১০৩, আর.এস. দাগ নং ১৩৫০ (যা এল.আর. দাগ নং ২০৫৯-এর সমরূপ), আর.এস. খতিয়ান নং ৯৭/২ (যা এল.আর. খতিয়ান নং ৮৬৮৮-এর সমরূপ), বর্তমানে ৯২৭/ডি নং হোল্ডিং, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড ঠিকানায় অবস্থিত সমস্ত ব্যবহার্য অধিকারসহ কমবেশি ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০২ বর্গফুট পরিমাণের জমি এবং তৎসহ প্রায় ৪৯৮ বর্গফুট আয়তনের একতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি **২০২৪ সালের ১৫২৪০১০৪৪ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫২৪ থেকে ২০২৪, পৃষ্ঠা ৩০৭৮০ থেকে ৩০৭৯৯-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র **শ্রী ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো:-** উত্তরে- আরতি বণিকের বাড়ি, পূর্বে- তারক আচার্যের বাড়ি, দক্ষিণে- ইন্দ্রজিৎ যাদবের বাড়ি, পশ্চিমে- ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং সত্যরঞ্জন পালের বাড়ি। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**২১,০৫,১৮৫.০০ টাকা (একুশ লক্ষ পাঁচ হাজার একশত পঁচাশি টাকা মাত্র) ২০.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** (তৎসহ পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ১৯,৩৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৩,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৩.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী আব্দুল ছাত্তার** পিতা- প্রয়াত সলারুদ্দিন, গ্রাম- সানবেড়িয়া, পোঃ- মুদিয়াহাট, থানা- শাসন, জেলা- ২৪ পরগণা (উত্তর), পিন- ৭০০১২৮	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অন্তর্গত এবং কীর্তিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- সানবেড়িয়া বাড়া, জে.এল. নং ১৯২, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ১৭৩৩/১, দাগ নং ১২১৯/১৫১১, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯ এবং ৬০৪-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৯ শতক পরিমাণের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি বারাসাত এডিএসআরও অফিসে **২০০৯ সালে** বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৪০, **দলিল নম্বর ০০১৬১** হিসেবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তর- গোলাম বারী মোল্লা, দক্ষিণ- আব্দুল সামাদ মোল্লা, পূর্ব- আব্দুল বারিক মোল্লা, পশ্চিম- মালিকের নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অধীনস্থ সানবেড়িয়া গ্রাম, পোঃ- মুদিয়াহাট নিবাসী প্রয়াত সালাউদ্দিনের পুত্র **আব্দুল ছাত্তার মোল্লার নামে** রয়েছে। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৩,৮৮,০০০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাশি হাজার টাকা মাত্র) ২৪.১২.২০১২ তারিখ অনুযায়ী** সহ ভবিষ্যৎ সুদ এবং খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ৯,৪৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৪.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী আব্দুল সহিদ** গ্রাম- কাঁঠালিয়া, দফাদারপাড়া, পোঃ- কদম্বগাছি, থানা- বারাসাত, পিন- ৭৪৩২৯৪	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এবং তৎকালিন বারাসাত (বর্তমানে দত্তপুকুর) থানার অধীনস্থ মৌজা- কাঁঠালিয়া, জে.এল. নং ১৪১, পরগণা- আনোয়ারপুর, সাবেক তৌজি নং ১৪৬, হাল তৌজি নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৫৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১২৪২-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ০৯.৩৩ ডেসিমেল পরিমাণের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর. অফিসে **২০১৫ সালের ১০২২ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক- ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫১৯-২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৫৬১ থেকে ৬৫৮০-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৩২,৯৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** তৎসহ উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ২০,৩৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৩,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৫.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর** পিতা- শ্রী শঙ্কর সূত্রধর, চম্পাবেড়িয়া, জগন্মাতা মন্দির, চাকদহ বনগাঁ রোডের ওপর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৫	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ থানার অন্তর্গত এবং বনগাঁ পৌরসভার ৪ নং (নতুন ৮ নং) ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- চম্পাবেড়িয়া, জে.এল. নং ২১৩, হাল জে.এল. নং ১০৫, আর.এস. দাগ নং ৭১৬, এল.আর. দাগ নং ২১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১০৬০/১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৩০, রেকর্ডকৃত খতিয়ান নং ৬৩৮৬-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৩.৭৯ ডেসিমেল পরিমাণের জমি এবং তৎসহ ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি বনগাঁ এ.ডি.এস.আর.ও. অফিসে **২০২১ সালের ১৫০৯০২৭৫২ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১৫০৯-২০২১, পৃষ্ঠা ৫০৮৫৯ থেকে ৫০৮৭৫-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্কর সূত্রধরের পুত্র **শ্রী সুরজিৎ সূত্রধরের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- মোহিত মোহন দালালের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- সোনালী কুণ্ডুর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৫০,০৮,৪১৬.০০ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ আট হাজার চারশত ষোলো টাকা মাত্র) ৩১.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** তৎসহ উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬	ক) ৩৬,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৬৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৬.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী নিলয় সরকার** পিতা- প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার **ঠিকানা-** ১১ এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৭৫। **এ ছাড়াও-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট- ১/ই, প্রথম ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪।	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং বারাসাত থানার অন্তর্গত মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ৮১, আর.এস. ২২৫, তৌজি নং ১২, আর.এস. দাগ নং ২৬৭, এল.আর. দাগ নং ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬ ও ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ ও ৩৩১২; বর্তমানে রামকৃষ্ণপুর রোড ঠিকানায় ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ নং হোল্ডিং (বর্তমানে একীভূত হোল্ডিং নং ১৭৭৯) বিশিষ্ট **'তরু অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক বহুতল ভবনের প্রথম ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত '১ই' নং আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত কমবেশি ১২৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস.আর.-৩ অফিসে **২০২৩ সালের ১৫২৫০২৩৯৬ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের পুত্র **শ্রী নিলয় সরকারের নামে** রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চতুঃসীমা হলো (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ১এফ ও ১ডি নং ফ্ল্যাট এবং ৪ ফুট চওড়া করিডোর, পূর্বে- ১এফ নং ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে- ১ডি নং ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত আকাশ। **ব্যাঙ্ক প্রপার্টি আইডি: SBIN78416170675** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র) ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (তৎসহ পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২	ক) ২৯,৮৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৮,৩০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৭.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী কৌশিক মালাকার** পিতা- শ্রী কমল মালাকার **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৪র্থ ফ্লোর, ১৪৯ যতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৫	একটি আবাসিক ফ্ল্যাট যা ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪এফ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯২৯ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি ব্যালকনি রয়েছে, উক্ত ভবনে যা ''**কমলা অ্যাপার্টমেন্ট**'' নামে পরিচিত, একত্রিত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুর বর্তমানে সোদপুরের মধ্যে অবস্থিত, এবং এর সাথে জমিতে আনুপাতিক অংশ ও স্বার্থ, সাধারণ অংশ ও খণ্ড এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সমেত। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট একত্রিত বাস্তু জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে যার পরিমাণ কমবেশি ৯ কাঠা ২ ছটাক ৩৬.৫ বর্গফুট, যার সাথে জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে, যাহা মৌজা- আগাপুর, থানা- খড়দহ বর্তমানে ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ৩২, ৩৩, আর.এস. নং ৯৪, তৌজি নং ১৭২, সি.এস. খতিয়ান নং ৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৯১,১১৯৫,১১৯৪,১১৯৩,১১৯২ এবং ৫২১/৩, ৩৫০ বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১১১৭, সি.এস. দাগ নং ৩৯০, আর.এস. দাগ নং ৩৯০,৩৯০/৮২২, এল.আর. দাগ নং ১০৩৩,১০৩৪,১০৩৮, একত্রিত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর ওয়ার্ড নং -১০, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুর বর্তমানে সোদপুরের মধ্যে অবস্থিত। স্বত্ব দলিলটি বুক-১, ভলিউম নং-১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৫৬৯১৬ থেকে ৩৫৬৯৪৪-এ নিবন্ধিত **২০২২ সালের দলিল নং ১৫২৪১০৯১৩ অনুযায়ী। সম্পত্তিটি কমল মালাকারের পুত্র শ্রী কৌশিক মালাকারের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে ঘেরা:-** উত্তরে - ১৭ ফুট চওড়া যতীন সেন নগর। দক্ষিণে - উপেন রাজ। পূর্বে- কমল পাল। পশ্চিমে- এস. মল্লিক। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে।**	**২১,২৩,৭১১.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত এগারো টাকা মাত্র) ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** (তৎসহ পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)।	ক) ৩১,৭৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৭,৭০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫ পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৮.	**ঋণগ্রহীতা : ১) শ্রী পলাশ দেব (মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউজ -এর মালিক এবং হোম লোনের সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী সুবোধ চন্দ্র দেব, **২) শ্রীমতী রিনা দেব, (মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউজ -এর জামিনদার এবং হোম লোনের ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী পলাশ দেব **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম ও পোঃ- ফুলিয়া বেলেমাঠ, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া - ৭৪১৪০২	১. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি ও ভবন (প্রথম তল, ২য় তল এবং ৩য় তল) যার পরিমাণ ৩৯২০.৪০ বর্গফুট (৫.৪৪৫ কাঠা), যা মৌজা- উদয়পুর, জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. নং ও এল.আর. দাগ নং ৪৭১, ৪৭১/১২২২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৬২, থানা- শান্তিপুর, গ্রাম ফুলিয়া বেলেমাঠ, নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট ফুলিয়া, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৪০২-এ অবস্থিত। **২০.০৭.২০০৫ তারিখের দলিল নং আই-২৬১৭ এবং ডিড নং আই-২৬১৮ অনুযায়ী এ.ডি.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত।** এটি নিম্নলিখিতভাবে ঘেরা- উত্তরে শ্রী সত্যেন পালের এক তলা ভবন, দক্ষিণে মালিকের জমি এবং শ্রী বিদ্যুৎ দাসের একফ্লোর ভবন, পূর্বে শ্রী দুর্গা চরণ পালের জমি, পশ্চিমে প্যাসেজ এবং শ্রী চন্দন বিশ্বাসের ভবন। ২. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খালি জমি (ঘেরা) যার পরিমাণ ১০৭৮.১১ বর্গফুট (১.৫০ কাঠা), যা মৌজা উদয়পুর, জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. নং ও এল.আর. দাগ নং ৪৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৬২, থানা- শান্তিপুর, গ্রাম ফুলিয়া বেলেমাঠ, নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট ফুলিয়া, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৪০২-এ অবস্থিত। ১২.১২.২০১২ তারিখের ডিড নং ১-৫৭১২ অনুযায়ী এ.ডি.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। **এটি নিম্নলিখিতভাবে ঘেরা:-** উত্তরে- মালিকের তিনফ্লোর ভবন, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- শ্রী বিদ্যুৎ দাসের জমি, পশ্চিমে- শ্রী আগমনী ঘোষের একতলা ভবন। **উভয় সম্পত্তি একটি একক সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তাই এটিকে একটি একক সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।** **সম্পত্তি বাস্তবিক দখলে রয়েছে।**	**১,২১,৩৭,৮৩১.০০ টাকা (এক কোটি একুশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আটশত একত্রিশ টাকা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** তৎসহ উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬	ক) ৬৮,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৮৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
৯.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী সৌগত দে** পিতা- শ্রী নৃপেন দে, নবজীবন কলোনি, বিরাটি (বিশারপাড়া), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫১। **অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, 'ডিয়া লিটল টাওয়ার', হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৪৪।	উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, পিন- ৭৪৩১৪৪ ঠিকানায় অবস্থিত **'দিয়া লিটল টাওয়ার'** নামক বহুতল ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত '৩সি' নং ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি কার্পেট এরিয়ায় ৪৫০ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়ায় ৪৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬১০ বর্গফুট পরিমাপের। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে. সা. নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর.এস. দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এল.আর. দাগ নং ১০২১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ ও ১৩২৮০-এর অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৪ সালের ১৫০৫০৩৯৯১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮-এ এডিএসআরও ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নৃপেন দে-এর পুত্র **শ্রী সৌগত দে**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া রামচন্দ্র পথ, দক্ষিণে - গঙ্গাপদ পাড়ে, পূর্বে - নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিমে - ঋষিকেশ চক্রবর্তী। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78648493692** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৩,১১,০৪৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ এগারো হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (তৎসহ পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯/৯৮৩১৪৮৮৬৪২	ক) ১০,৯৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৯,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
১০.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অভিজিৎ সেন** পিতা- শ্রী চণ্ডী চরণ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫। **এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জি** স্বামী- শ্রী অভিজিৎ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫	হুগলী জেলার উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত মৌজা- মাখলা, জে.এল. নং ৯, আর.এস. প্লট নং ১৮১৬, খতিয়ান নং ১০২৫, এল.আর. প্লট নং ২০৭২; এল.আর. খতিয়ান নং ৭৮২৭, ৭৮২৮, ৭৮২৯, ৭৮৩০, ৭৮৩১-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে ২২৭ নং হোল্ডিং, মাখলা, নং ১ গভঃ কলোনি ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাণের জমির ওপর দণ্ডায়মান ভবনের প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত ১/২ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সম্বলিত কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে উক্ত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের আই-১৩০২ নম্বর দলিল অনুযায়ী **শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জির নামে নথিভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- অগ্রদূত ক্লাব, দক্ষিণে- অন্য ভবন, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- অন্য ভবন। **ব্যাঙ্ক প্রপার্টি আইডি: SBIN77513216097** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১২,৭৯,৬৭৭.০০ টাকা** ০৬.০৪.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯ ৮২৯৯১	ক) ১০,৪১,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৪,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
১১.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এবং শ্রীমতী উষা খৈতান** ১০৯ ডি.ডি. মোড়, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২৩২।	চন্দননগর পৌর কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১৬২ (পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ) জি.টি. রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬ ঠিকানায় অবস্থিত লিফট সুবিধাযুক্ত একটি জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলে সম্মুখভাগে অবস্থিত সি৩ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক করা ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় ১৪০০ বর্গফুট পরিমাপের এবং এটি ০৪ টি বেডরুম, ০১ টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ডাব্লিউ.সি.-সহ ০২ টি টয়লেট, ০১ টি কিচেন এবং ০১ টি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং ছাদের অধিকার ও সাধারণ পরিষেবা ও খরচ সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং ফিক্সচার ও ফিটিং এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটটি ২৪.০৩.২০০৭ তারিখের ২০০৬-০৭ সালের ১৯৯ নং অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী নির্মিত যা চন্দননগর পৌর কর্পোরেশন দ্বারা অনুমোদিত। **সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের দলিল নং আই-০২২৫৫ মূলে শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান-এর নামে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৭,৭০,১০৯.৭২ টাকা (সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত নয় টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ২৮.০২.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** সহ উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৩,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬
১২.	**ঋণগ্রহীতা- মেসার্স লতিকা সী ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা-** গ্রাম - খাদালগোবরা, পোঃ ও থানা- দিঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪২৮ এবং পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। **ডিরেক্টর ও জামিনদাতা- শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা- মৃত অমূল্য চরণ সামন্ত এবং **শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী- শ্রী শুভাশিস সামন্ত, **ঠিকানা-** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল- বি৪, হাতাবাড়ি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১ **এছাড়াও:** পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ	মৌজা- হাতাবাড়ি, জে.এল. নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, পরগণা- মাজনমুঠা, থানা- কাঁথি, কাঁথি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এডিএসআর অফিস কাঁথি-১-এর এক্তিয়ারভুক্ত জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত ৩য় তলে 'বি' ব্লকের প্রায় ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ। ভবনটি আর.সি.সি. কলাম ফাউন্ডেশনের ওপর নির্মিত এবং এটি একটি বেজমেন্ট ফ্লোর সহ নিচতলা ও তিনতলা বিশিষ্ট ভবন, যার মধ্যে ৭০ বর্গফুট পরিমাপের ২ নং স্থানটি পার্কিং এরিয়া হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিরোনামের **দলিলটি ২০১১ সালের ২১৮ নং** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী শুভাশিস সামন্ত**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	৪,১৬,০০,০০০.০০ টাকা (চার কোটি ষোলো লক্ষ টাকা মাত্র) ২৭.০৪.২০২২ তারিখ অনুযায়ী এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯	ক) ২৪,৮৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৮,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৭.০৭.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভূমিকম্পবিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ‘অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ সফল

দেশে ফিরছে ভারতীয় সেনার মেডিক্যাল দল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্প-পরবর্তী মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর ‘অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ শেষ করে দেশে ফিরতে শুরু করেছে ভারতীয় সেনার মেডিক্যাল দল। অভিযানের সময় ভারতীয় সেনার ফিল্ড হাসপাতাল ১,৯০০-রও বেশি ভূমিকম্প-পীড়িত মানুষকে জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা কেয়ার, অস্ত্রোপচার ও নিবিড় পরিচর্যার পরিষেবা প্রদান করেছে।

বুধবার ভারতীয় সেনা জানিয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর মানবিক সহায়তার উদ্দেশ্যে ২৬ জুন ‘অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ শুরু করা হয়। ভারত থেকে পাঠানো কম্পোজিট টাস্ক ফোর্স ২৮ জুনের মধ্যেই রাজধানী কারাকাসের লা রিনকোনাডা এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করে। আগ্রার ৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতাল থেকে পাঠানো ৪১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল দল স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধার ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে। অভিযানের সময় ১,৯০০-রও বেশি আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা ম্যানেজমেন্ট, অস্ত্রোপচার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, স্থানীয় চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য দুটি উন্নতমানের পোর্টেবল জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা (অ্যাডভান্সড পোর্টেবল ইমার্জেন্সি মেডিকেল সিস্টেম) হস্তান্তর করা হয়।

ভারতীয় বায়ুসেনার দু’টি সি-১৭ গ্লোবমাস্টার পরিবহণ বিমান প্রায় ৩৫ টনেরও বেশি চিকিৎসা সামগ্রী, ত্রাণসামগ্রী এবং দু’টি কিউব পোর্টেবল হাসপাতাল ভেনেজুয়েলায় পৌঁছে দেয়। ভারতীয় সেনার এই মানবিক উদ্যোগে অভিজ্ঞ উদ্ধারকর্মী ও চিকিৎসকদের দল স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ ভাবে উদ্ধার অভিযান, জরুরি চিকিৎসা এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রায় দু’সপ্তাহ ধরে সফল ভাবে অভিযান চালানোর পর ৪১ সদস্যের ভারতীয় মেডিক্যাল দল ধাপে ধাপে দেশে ফিরতে শুরু করেছে।

ভারতীয় সেনা জানিয়েছে, মানবিক সহায়তার প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবেই ‘অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ পরিচালিত হয়েছে এবং এই অভিযান দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ওয়ানাডে ধসে এখনও নিখোঁজ বহু

ওয়ানাড, ৮ জুলাই: মঙ্গলবার কেরলমের ওয়ানাডে নামে ভয়াবহ ধস। সেই ধসে তলিয়ে যান অনেকে। ৩ জনের মৃত্যুর পরে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৯ জনেরও বেশি। তাঁদের খোঁজে জোরকদমে চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। এই উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ, দমকল এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা। ওয়ানাডের জেলা পুলিশ প্রধান এস দেবা মনোহর বলেন, ‘উদ্ধারকাজ চলছে এবং তা এখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। আমরা খুব ভোরেই কাজ শুরু করেছি। আমরা পুরো এলাকাটিকে চারটি সেক্টরে ভাগ করেছি। এখন আমরা নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানের ওপরই মূল মনোযোগ দিচ্ছি। গতকাল আমরা তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছি এবং আমাদের কাছে তথ্য আছে যে আরও পাঁচজন নিখোঁজ রয়েছেন। আমরা এখানকার রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলেছি। লোকজন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান করছেন।’ ওয়ানাডে ভূমিধসে মৃতদের পরিবার-পিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গের কাজ সম্পূর্ণ তদন্ত শেষ হওয়ার পরই আবার শুরু হবে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দু’টি দল এখনও দুর্ঘটনাস্থলে রয়েছে।

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/ Enit-2/2026-27 (3rd call)
Dated- 06.07.2026
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date for bid submission is **22.07.2026.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum

বৃষ্টি বিপর্যস্ত ৪ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা শাহের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরলম, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের সঙ্গে কথা বলেছেন। পাশাপাশি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী সতীশন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আধুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। দুর্যোগ, মোকাবিলায় সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন অমিত শাহ।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজি-পিডব্লুডিস্টাফ-২৫-২৬এলএলএইচ-আর১, তারিখ ঃ ০৬.০৭.২০২৬। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে এবং সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিভাগগুলিতে উপযুক্ত তালিকাভুক্ত প্রখ্যাত, স্বীকৃত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** লকার, বেঞ্চ, পোশাক পরিবর্তনের স্থান সহ কর্মচারীদের বিবিধ পরিকাঠামোগত সুবিধাবলি এবং পিডব্লুডি কর্মীদের জন্য নির্দিষ্টকৃত একতলা ও মেজেনাইন তলা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৭২,৫৭,৫০৪.৫৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৪৫,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ ও তৎসহ (যদি কোনো) সংশোধনী থাকে তাহলে তা পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MISC-99/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE
E.E Berhampore Division –I, PWD invites Short Notice Inviting Bid No – 05 of 2026-27 for the work of-
1. Urgent Erection of Temporary Pandal with water & Fire proof Tarpaulin & Clothes with Hanger, Dias, Barricading, Anti chamber, Carpeting, Furniture, Drop Gate, including illumination, Sound System, Setting up CC Cameras etc (including E.I. & I.T. Works). and other related works for accommodation of Guests, participants, official as well as for accommodation as Kitchen and Dining Place of Guests, participants, official and visitors in connection with VVIP Visit in the District of Murshidabad scheduled to be held on 10th July'2026 under Berhampore Division No - I, PWD during the year 2026-2027.
2. Providing & Installation of temporary pandel for Display Unit of different Schemes, police personal, medical Team, Car parking area etc. and other allied works in connection with VVIP Visit in the District of Murshidabad scheduled to be held on 10th July'2026 under Berhampore Division No - I, PWD during the year 2026-2027.
Off-Line Short Notice Short Notice Inviting Bid No – 05 of 2026-27.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer , PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on 09/07/2026 upto 01.00 PM. Last date and time of issuance of Quotation documents on 09/07/2026 upto 02.00 PM. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on 09/07/2026 upto 02.30 PM. Opening of financial bid on 09/07/2026 at 03.00 PM.
Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D.

পূর্ব রেলওয়ে
এনআইটি নং ঃ ১৪০_২০২৬-২৭ ও ১৪১_২০২৬-২৭। তারিখ ০৬.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়র ডিইএন/১/ হাওড়া-র আওতাধীনে]** কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং.ঃ ১। এনআইটি নং ঃ ১৪০_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/পি.ওয়ে/হুগলির অধীনে আপ, ডাউন, রেভ/মেন লাইন শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রস্তাব (কিমি ২১/০ - ৩৮/০০-র মধ্যে)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯৪,০৫,৩৮৭.৮৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৮৮,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং.ঃ ২। এনআইটি নং ঃ ১৪১_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/লিলুয়ার অধিক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/হুগলির অধীনে টিএকে ব্রাঞ্চ লাইন শাখায় আপ, ডাউন লাইনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রস্তাব (কিমি ০০/০০ - ১৮/৭০০-র মধ্যে)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮৮,৭২,৭৯৭.৭৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৭,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-199/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নবি মুম্বই বিমানবন্দর দিয়েও ওষুধ আমদানি

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: ওষুধ আমদানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ড্রাগস রুলস, ১৯৪৫-এর ৪৩এ নম্বর নিয়ম সংশোধন করে নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ওষুধ আমদানির অনুমোদিত প্রবেশপথ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে সড়ক, রেল, সমুদ্র ও বিমানপথ মিলিয়ে ওষুধ আমদানির অনুমোদিত প্রবেশকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪২। বুধবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স আইন, ১৯৪০-এর অধীনে ড্রাগস টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই সংশোধন করা হয়েছে। মন্ত্রকের মতে, নবি মুম্বই বিমানবন্দরকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দেশের ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য আমদানির গতি বাড়বে এবং আমদানিকারীরা অতিরিক্ত একটি প্রবেশপথ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও আরও সুবিধা মিলবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে দেশের ওষুধ আমদানি ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে।

ময়দান

লেকের পাখির সংরক্ষণ ও আলোকচিত্রে উৎসাহ, ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের অভিনব উদ্যোগ

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে ওয়াইল্ডলাইফ বিষয়ক আলোচনা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী ও অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হল দুটি বিশেষ আয়োজন; নতুন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন এবং ওয়াইল্ডলাইফ বিষয়ক আলোচনা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ক্লাব সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। প্রকৃতির নানা রূপ, বন্যপ্রাণ ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখির দুর্লভ মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে তুলে ধরা হয় প্রদর্শনীতে। সেই ছবিগুলির নেপথ্যের অভিজ্ঞতা ও গল্পও ভাগ করে নেন অংশগ্রহণকারী আলোকচিত্রী ও প্রকৃতিপ্রেমীরা। প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল লেক এলাকার বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আলোকচিত্র। বিরল ও মনোমুগ্ধকর সেই ছবিগুলি উপস্থিত সদস্যদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আলোচনায় উঠে আসে শহুরে পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রকৃতিকে আরও কাছ থেকে জানার প্রয়োজনীয়তার কথাও। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কাড়েন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের দীর্ঘদিনের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি জানান, লেক এলাকার পাখিদের আরও ভালোভাবে নথিবদ্ধ করতে এবং প্রকৃতি ও ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফির প্রতি নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেবে ক্লাব। তাঁর কথায়, ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক প্রকৃতিপ্রেমী ও আলোকচিত্রী যাতে লেকের পাখির ছবি তুলতে পারেন, সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ- সুবিধা ও সহযোগিতা দেওয়া হবে। চন্দন রায়চৌধুরীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্লাবের সদস্য ও উপস্থিত প্রকৃতিপ্রেমীরা।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক (ডিএম)। জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন, খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং আগামী পরিচালন কমিটি নিয়ে একাধিক দিকনির্দেশ দেন তিনি। ক্রীড়ার সার্বিক উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেই জানান সুপ্রিয় ঘোষ।

বাঙালির আবেগ, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৫৪তম জন্মদিনে শুভেচ্ছার জোয়ার। ইডেন গার্ডেন্সে সিএবি কর্মীদের শুভেচ্ছা গ্রহণ থেকে বাড়িতে স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে কেক কাটা;দিনটি ছিল স্মৃতি আর ভালোবাসায় ভরা। সিএবিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবির প্রাক্তন সভাপতি ও সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকে।

সৌরভ বায়োপিকের প্রথম ঝলকে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে কিছু দৃশ্য চিরকাল অমলিন। তার মধ্যে অন্যতম ২০০২ সালের ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর লর্ডসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জার্সি ওড়ানোর সেই বিখ্যাত মুহূর্ত। সৌরভের জন্মদিনে প্রকাশ্যে আসা তাঁর বায়োপিকের প্রথম ঝলক সেই স্মৃতিকেই আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনল। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে, আগামী বছরের ১৪ মে মুক্তি পাবে বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘দাদা দ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্টোরি’। প্রথম পোস্টারে দেখা গিয়েছে অভিনেতা রাজকুমার রাওকে। লর্ডসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে ভারতীয় দলের জার্সি, মুখভঙ্গি ও ভঙ্গিমায় ধরা পড়েছে সেই ঐতিহাসিক উদযাপনের আবহ। পোস্টার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক মাধ্যমে অনুরাগীরা ছবির মুক্তির দিন গোনা শুরু করেছেন। সৌরভ নিজেও আবেগঘন বার্তায় জানিয়েছেন, এই ছবিকে তিনি জীবনের অন্যতম বড় উপহার বলে মনে করছেন। রাজকুমার রাও তাঁর বিখ্যাত কভার ড্রাইভের ছন্দ কতটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তা দেখার জন্য তিনি নিজেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ২০০২ সালের ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনাল ভারতীয় ক্রিকেটের এক স্মরণীয় অধ্যায়। ইংল্যান্ডের করা ৩২৫ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত শুরুটা দুর্দান্ত করলেও দ্রুত পাঁচ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায়। সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে যুবরাজ সিং ও মহম্মদ কাইফের অসাধারণ জুটি দলকে অবিশ্বাস্য জয়ের পথে নিয়ে যায়। ট্রফি হাতে পাওয়ার পর সৌরভের জার্সি ওড়ানোর ঘটনা শুধু আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম ছিল না, বরং সেটি ছিল আত্মবিশ্বাসী এক নতুন ভারতের প্রতীক। কয়েক মাস আগে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ ভারতের মাটিতে জার্সি খুলে উল্লাস করেছিলেন; সৌরভ যেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তারই জবাব দিয়েছিলেন। এই দৃশ্য পরবর্তীকালে সৌরভের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই বায়োপিকের প্রথম পোস্টারে সেই মুহূর্তকে স্থান দেওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। ছবিটির প্রযোজনা করছেন লাভ রঞ্জন এবং পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানে। শুটিং শুরু হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। সৌরভের বাবা চণ্ডীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় রয়েছেন অপরাজিতা আঢ্য। সৌরভ-পত্নী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে দেখা যাবে তানিয়া মানিকতল্লাকে। কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের পাশাপাশি ইডেন গার্ডেন্সেও চলছে ছবির শুটিং। ভারতীয় ক্রিকেটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি এক প্রজন্মকে লড়াই করতে শিখিয়েছেন এবং দলের মানসিকতায় এনেছেন আমূল পরিবর্তন। সেই উত্থান, সংগ্রাম ও গৌরবের গল্প বড় পর্দায় কীভাবে ধরা পড়ে, তা দেখার অপেক্ষায় এখন ক্রীড়াপ্রেমী থেকে সাধারণ দর্শক সকলেই।

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_5016382_1
DATED-03/07/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/NIT 01/2026-27 WORK TITLE: SUPPLY OF FURNITURE ARTICLES / ITEMS FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-27 BID CLOSING DATE: 17/07/2026
FOR MORE DETAILS LOG ON TO: http://tenders.wb.gov.in
COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_5016397_1
DATED-04/07/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/NIT 02/2026-27 WORK TITLE: SUPPLY OF STATIONERY AND INVESTIGATION ARTICLES /ITEMS FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-27. BID CLOSING DATE: 20/07/2026
FOR MORE DETAILS LOG ON TO: http://tenders.wb.gov.in
COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_5016402_1
DATED-04/07/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/NIT 03/2026-27 WORK TITLE: SUPPLY OF COMPUTER PERIPHERAL AND PRINTING ARTICLES / ITEMS FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-27
BID CLOSING DATE: 20/07/2026
FOR MORE DETAILS LOG ON TO: http://tenders.wb.gov.in
COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_5016456_1
DATED-07/07/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/NIT 04/2026-27 WORK TITLE: SUPPLY OF MISCELLANEOUS ARTICLES / ITEMS FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-27 BID CLOSING DATE: 21/07/2026
FOR MORE DETAILS LOG ON TO: http://tenders.wb.gov.in
COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
TENDER NOTICE
H1 Rates are invited vide the process of e-tender from the reputed printers for supplying vending machine rolls to SBSTC.
For details please visit : www.sbstcweb.com and www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
TENDER NOTICE
H1 Rates are invited vide the process of e-tender from the reputed advertising agents for displaying advertisements on the side panels of 100 buses of SBSTC.
For details please visit : www.sbstcweb.com and www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

NOTICE
E.E Berhampore Division –I, PWD invites Short Notice Inviting Bid No – 04 of 2026-27 for the work of-
1. Preparation of temporary helipad at Dadpur High School Ground at Rejinagar, preparation of approach road from helipad to NH-12, erection of barricade surrounding to the helipad and approach road, providing step ladder for disembarking as well as boarding into helicopter, making seating arrangement for Police personnel at helipad and other ancillary works in connection with the VVIP visit in the District of Murshidabad on 10.07.2026.
2. Preparation of approach road from NH-12 to Takipur High Madrasah at Rejinagar for VVIP entry, dismantling of boundary wall of Takipur High Madrasah to make public entry point, construction of approach road from NH-12 to public entry point, making arrangement for safe house at Takipur High Madrasah, reconstruction of boundary wall after completion of VVIP visit and other ancillary works in connection with the VVIP visit in the District of Murshidabad on 10.07.2026.
3. Preparation of helipad at Berhampore stadium, preparation of approach road from helipad to Chitta Ranjan Das road, erection of barricade surrounding to the helipad and approach road, making seating arrangement for Police personnel at helipad and other ancillary works in connection with the VVIP visit in the District of Murshidabad on 10.07.2026.
4. Urgent erection of temporary platform, shed, pandal, view cutter, barricade, preparation of back drop, supply of centre table, Sofa, VIP Chair, Podium, festoon, decoration with flower, floor carpet, flex, welcome gate, providing IT peripherals, internet, CCTV and allied audio video and equipments and other ancillary works at Rabindra Sadan, Berhampore in connection with the Administrative Review Meeting in the District of Murshidabad on 10.07.2026.
5. Emergent repairing and replacement of sanitary and plumbing fittings, urgent renovation of two numbers VIP room along with attached toilet at Rabindra Sadan, Berhampore in connection with the Administrative Review Meeting in the District of Murshidabad on 10.07.2026.
6. Emergent repairing and replacement of sanitary and plumbing fittings, urgent renovation of VIP suites along with attached toilet and other ancillary works at Berhampore Circuit House for staying of VVIP in connection with the Administrative Review Meeting in the District of Murshidabad on 10.07.2026.
Off-Line Short Notice Short Notice Inviting Bid No – 04 of 2026-27.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer , PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on 09/07/2026 upto 01.00 PM. Last date and time of issuance of Quotation documents on 09/07/2026 upto 02.00 PM. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on 09/07/2026 upto 02.30 PM. Opening of financial bid on 09/07/2026 at 03.00 PM.
Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
e-EOI No.- ADDA/ASN/ED/e-EOI-01 of 2026-2027 Dated 08.07.2026
Executive Engineer, ADDA, Asansol invite Online quoted rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E., ADDA, Asansol

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ	টেন্ডার জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	সমুদয় এইচএমসি অধিক্ষেত্রে ৩ মাসের মেয়াদে ওয়ার্ডগুলিতে জঞ্জাল সাফাই কাজের তদারকি এবং টিপার ভেহিকেল পরিচালনার জন্য ২১ ড্রাইভার, ২৩ অদক্ষ কর্মী এবং ৬ সুপারভাইজার সরবরাহ।	১৩/কনস/২৬-২৭, তারিখ ০৪.০৭.২০২৬	২২.০৭.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত

অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৩১(৩)/২৬-২৭
৮.৭.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Ring Well along with L-Shaped Boundary Wall at Gusaipara Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-208/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016484_1 • Estimated Amount : 1,47,952/-
Last Date : 16th July 2026, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Construction of Water Canopy at Power House Bastee Ward- 08, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-219/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016489_1 • Estimated Amount : 1,71,073/-
Last Date : 16th July 2026, up to 05:00 pm
3) Name of the Work: Construction of Under Ground Water Reservoir near Madrasa Gulshan e-Raja, Ghatak Market, Ward- 13, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-221/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016507_1 • Estimated Amount : 2,33,363/-
Last Date : 16th July 2026, up to 05:00 pm
4) Name of the Work: Augmentation of Water Distribution Line at Bhirbhampur, Namobari Math Ward No.- 41, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-10/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016539_1 • Estimated Amount : 3,72,349/-
Last Date : 16th July 2026, up to 05:00 pm
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ANUSKA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Registration No. 38/RTAH/HIG of 2006 DATED 10.02.2006
Registered office at DA-109, Street No. 251, Action Area-I, New Town, Kolkata-700156
Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground floor) on 05.08.2026.

Name	Father's/ Husband Name	S.N. in M.R.	Admission Date
Saktipada Mandal	Late Asutosh Mandal	3	10.02.2006
Utsab Hazra	Late Rama Prasad Hazra	5	10.02.2006
Dr. Tapan Kanti Hazra	Late Anil Chandra Hazra	9	04.03.2008
Barsendu Mukherjee	Late Paritosh Mukherjee	10	12.08.2009
Jaybrata Bose	Late J.N. Bose	12	17.09.2011
Dolly Ghosal	Amar Ghosal	13	21.07.2016
Sujata Sen	Santanu Sen	14	09.04.2018
Sugata Sen & Soumi Sen	Ajoy Kumar Sen & Sugata Sen	15	20.11.2022

If anybody has objection can file objection on or before 20.07.2026, in any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHABAN (Ground floor) between 12 Noon – 05.00 PM, before Sushmita Chakrabarti, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, Anuska Co-operative Housing Society Ltd.
By Order
Sd/-
SUSHMITA CHAKRABARTI
CDO & ARO, Anuska CHS Ltd.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

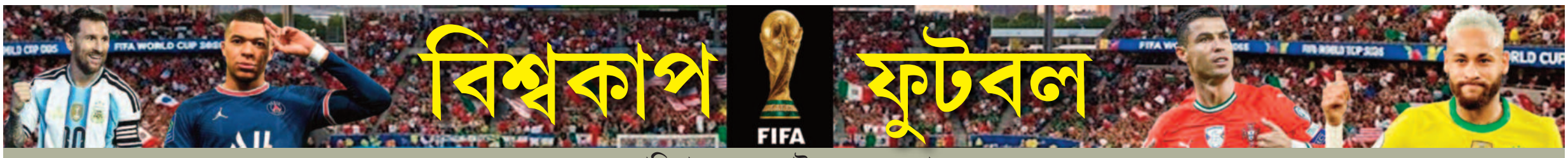

পেনাল্টি মিসের যন্ত্রণা, তারপর স্বস্তির অশ্রু! মিশরকে হারিয়ে আবেগে ভাসলেন এলএম১০

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মঞ্চে হার বা বিদায়ের পরে নেমার কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে চোখের জল ফেলতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এবার একেবারে ভিন্ন কারণে আবেগে ভেঙে পড়লেন লিওনেল মেসি। মিশরের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ৩-২ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর নিজের আবেগ আর ধরে রাখতে পারেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে তিনি জানান, সেই কান্না ছিল স্বস্তি, আত্মসমালোচনা এবং শেষ পর্যন্ত দলকে জেতাতে পারার তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ।

ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও বড় সুযোগ নষ্ট করতে থাকে। তার মধ্যেই পেনাল্টি পায় মেসির দল। কিন্তু সেই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন স্বয়ং মেসি। তাঁর শট আটকে দেন মিশরের গোলরক্ষক। সেই ব্যর্থতার পর আর্জেন্টিনা আরও চাপে পড়ে এবং একসময় ২-০ গোলে পিছিয়ে যায়। বিশ্বকাপের নকআউট ইতিহাসে এই পরিস্থিতি থেকে কখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ফলে বিদায়ের আশঙ্কা তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এরপরই দেখা যায় অন্য এক আর্জেন্টিনাকে। দল হাল না ছেড়ে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে। সেই প্রত্যাবর্তনের নেতৃত্ব দেন মেসিই। প্রথমে নিজের গোল করে দলকে লড়াইয়ে ফেরান। এরপর আর্জেন্টিনা সমতা ফেরায় এবং সংযুক্তি সময়ে আসে নাটকীয় জয়সূচক গোল। ০-২ পিছিয়ে থেকেও ৩-২ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ইতিহাস গড়ে লিওনেল স্কালোনির দল।

ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে মেসি স্বীকার করেন, পেনাল্টি মিস করার জন্য তিনি নিজের উপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, সেই শট নেওয়ার ধরন মোটেই ঠিক ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি দলের ক্ষতি করেছেন বলেই মনে হচ্ছিল। সেই অপরাধবোধ তাঁকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত গোল করে দলকে সমতায় ফেরাতে পারায় এবং জয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারায় তিনি অসীম স্বস্তি পেয়েছেন। মেসির মতে, যেন ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য ভালো কিছুই লিখে রেখেছিলেন।

আর্জেন্টিনা অধিনায়ক আরও বলেন, যদি পেনাল্টি থেকে গোল হয়ে যেত, তাহলে ম্যাচের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারত। কারণ, শুরু থেকেই তাঁর দল ভালো ফুটবল খেলছিল এবং পিছিয়ে পড়ার পরেও আক্রমণের ধার কমেনি। আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও জুলিয়ান আলভারেজ একাধিক দারুণ সুযোগ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মিশরের গোলরক্ষক অসাধারণ সব সেভ করে দলকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখেন।

তবে এই নাটকীয় জয় সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার কিছু দুর্বলতা আবারও সামনে এসেছে। শেষ ষোলোয় কাবো ভার্দের বিরুদ্ধেও অতিরিক্ত সময়ে জিততে হয়েছিল। এবার মিশরের বিপক্ষেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে হয়েছে। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে রক্ষণভাগ ও ম্যাচ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে মেসিদের। তবুও এই জয় আর্জেন্টিনাকে শুধু শেষ আটেই তুলেনি, দলের আত্মবিশ্বাসও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর মেসির চোখের জল মনে করিয়ে দিল, ফুটবলে সবচেয়ে বড় তারকারাও মানুষ;ব্যর্থতার কষ্ট তাঁদেরও তাড়িয়ে বেড়ায়, আর সাফল্যের আনন্দ তাঁদেরও অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ড, এবার সামনে আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জয় নিয়ে যখন চারদিকে তুমুল বিতর্ক চলছে, ঠিক সেই সময় কোনও বাড়তি আলোচনার বাইরে থেকেই শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করল সুইজারল্যান্ড। শেষ ষোলোর কঠিন লড়াইয়ে কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল ইউরোপের দেশটি। নির্ধারিত ৯০ মিনিট থেকে অতিরিক্ত সময়;দীর্ঘ ১২০ মিনিটেও কোনও দল গোল করতে না পারায় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় টাইব্রেকারে। সেখানে নায়ক হয়ে ওঠেন সুইজারল্যান্ডের গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেল।

ভ্যানকুভারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিল কলম্বিয়া। লুইস দিয়াজ, হ্যামেস রদ্রিগেসদের নেতৃত্বে একের পর এক আক্রমণ শানায় দক্ষিণ আমেরিকার দল। তবে শেষ মুহূর্তে গোল করার ব্যর্থতাই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করেন কলম্বিয়ার ফুটবলাররা। অন্যদিকে সুইজারল্যান্ডও পাল্টা আক্রমণে বেশ কয়েকবার গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। কিন্তু কলম্বিয়ার গোলরক্ষক কামিলো ভার্গাস দুর্দান্ত সেভ করে দলকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখেন। নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও দুই দলের রক্ষণভাগ এবং দুই গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় গোলশূন্যই থাকে স্কোরলাইন। ফলে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের উত্তেজনাই নির্ধারণ করে শেষ আটে ওঠার ভাগ্য।

টাইব্রেকারে সুইজারল্যান্ডের হয়ে সফলভাবে গোল করেন গ্রানিট জাকা, জেকি আমদৌনি, সেড্রিক ইটেন এবং রুবেন ভার্গাস। কেবল ম্যানুয়েল আকাঞ্জির শট প্রতিহত হয়। অন্যদিকে কলম্বিয়ার হয়ে জুয়ান কুইন্তেরো, জামিনটন কাম্পাজ এবং লুইস দিয়াজ গোল করলেও দাভিদসন স্যাঞ্চেজের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর চুচো হার্নান্দেজের পেনাল্টি অসাধারণ দক্ষতায় আটকে দেন গ্রেগর কোবেল। সেই সেভই শেষ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডকে জয়ের আনন্দ এনে দেয়।

এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের সামনে অপেক্ষা করছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগামী ১২ জুলাই সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে মুখোমুখি হবে দুই দল। ফলে ইউরোপের শৃঙ্খলাবদ্ধ ফুটবল এবং আর্জেন্টিনার তারকাখচিত আক্রমণের লড়াই ঘিরে এখন থেকেই বাড়ছে উত্তেজনা।

দুই দলের বিশ্বকাপ ইতিহাসও বেশ স্মরণীয়। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতেও আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছিল। সেবার নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ের ১১৮ মিনিটে আনহেল দি মারিয়ার গোলে জয় পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। যদিও সেই বিশ্বকাপের ফাইনালে গিয়ে শিরোপা জিততে পারেনি লাতিন আমেরিকার দলটি।

এদিকে বিশ্বকাপের বাকি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচগুলিও যথেষ্ট আকর্ষণীয় হতে চলেছে। ৯ জুলাই রাত ১টা ৩০ মিনিটে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও মরক্কো। ১০ জুলাই রাত ১২টা ৩০ মিনিটে স্পেনের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে বেলজিয়াম। আর ১১ জুলাই রাত ২টা ৩০ মিনিটে নরওয়ের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। ফলে শেষ আটের লড়াইয়ে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার সেরা দলগুলির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

মিশরের গোল বাতিল

কেউ বলছেন 'ভুল সিদ্ধান্ত', কারও দাবি 'নিয়ম মেনেই করা হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আটলান্টা থেকে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেটা যে পৃথিবীব্যাপী কিছুদিন চলবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় গতকাল রাতে মিসরকে ৩, ২ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। এ ম্যাচে রেফারিং ও ভিএআরের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে পক্ষে,বিপক্ষে তর্কবিতর্ক। রেফারিং বিশেষজ্ঞ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সাবেক অফিশিয়াল গ্রাহাম স্কট এ নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন দ্য অ্যাথলেটিক সংবাদমাধ্যমে। তাঁর মতে, ৬৭ তম মিনিটে মিসরের ফরোয়ার্ড মোস্তাফা জিকোর করা গোলটি বাতিল করা 'ভুল সিদ্ধান্ত'।

স্কট ব্যাখ্যা করেন, 'মিসরের গোলটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। জিকোর করা গোলের ঠিক আগের মুহূর্তে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের ওপর আক্রিয়ার চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই স্বাভাবিক কনট্যাক্ট (শারীরিক লড়াই)। এটিকে ফাউল না ধরে ম্যাচ রেফারিদের স্বাভাবিক হিসেবেই নেওয়া উচিত ছিল।'

স্কট এরপর বলেন, 'ঘটনাটি ঘটেছিল গোলপোস্ট থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে। ফলে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে রক্ষণ সামলানোর পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল আর্জেন্টিনার সামনে। তাই ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) রিভিউয়ের পর গোলটি বাতিল হওয়ায় মিসর দল যে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করবে, তা বলাই বাহুল্য।'

ভিএআরের হস্তক্ষেপে গোল বাতিল করার মতো অপরাধ হয়নি বলে মনে করেন স্কট, 'যদি ঘটনায় তাকাই, তবে দেখা যাবে, খেলোয়াড়দের মধ্যে সামান্য শরীরী লড়াই হয়েছিল;পায়ের ওপর পা রাখার পাশাপাশি জার্সি সামান্য টেনে ধরার ঘটনাও ঘটেছিল। তবে সেটি এমন কোনো বড় অপরাধ ছিল না, যার জন্য ভিএআরের হস্তক্ষেপে গোলটি বাতিল করতে হবে।'

রেফারির ভুল সংশোধনে ভিএআর বিস্ময়করভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে বলেও মনে করেন ২০২৪, ২৫ মৌসুম শেষে অবসর নেওয়া সাবেক সিলেক্ট গ্রুপ রেফারি স্কট। তাঁর মতে, 'প্রতিটি গোলের ঠিক আগে আক্রমণের পর্যায়গুলো খতিয়ে দেখে ভিএআর। এই গোলের ক্ষেত্রেও তারা বলের দখল হারানোর মুহূর্ত পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। গোল বাতিল করতে হলে সেখানে স্পষ্ট ফাউল থাকতে হয়, যা এখানে একেবারেই ছিল না। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, ফাউলের ঘটনা এবং গোলের মধ্যকার দূরত্ব ও সময় যত বেশি হবে, অভিযুক্ত ফাউলটি ততটাই গুরুতর হতে হবে।'

স্কট এরপর বলেন, 'অথচ এখানে উল্লেখ করার মতো কোনো ফাউলই হয়নি। ভিএআর হস্তক্ষেপ করার মতো ন্যূনতম কোনো পরিস্থিতিও এটি ছিল না। একই যুক্তিতে, আর্জেন্টিনার জয়সূচক গোলের আগে মোহাম্মদ সালাহকে ফাউলের অভিযোগে মিসরের পেনাল্টির দাবিটি নাকচ করে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন রেফারি। সালাহর বুটে সামান্য আঘাত লেগেছিল ঠিকই, তবে সেটা তাঁকে ফেলে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ছিল না। এটি কোনোভাবেই ফাউল ছিল না।'

ফক্স স্পোর্টসের ফুটবল নিয়ম বিশ্লেষক ও সাবেক ফিফা রেফারি মার্ক ক্ল্যাটেনবার্গ রেফারি এবং ভিএআর রিভিউ;উভয় সিদ্ধান্তের সঙ্গেই দ্বিমত পোষণ করেন। ম্যাচ শেষে ফক্স স্পোর্টসকে ক্ল্যাটেনবার্গ বলেন, 'আমি মনে করি না যে এটি ফাউল ছিল এবং গোলটি বাতিল করতে ভিএআরের এভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এটি এমন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না, যেখানে ভিএআরের নাক গলানোর প্রয়োজন পড়ে।'

২০১৬ ইউরো ও চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে রেফারির দায়িত্ব পালন করা ক্ল্যাটেনবার্গ চলতি বিশ্বকাপে রেফারিদের ধারাবাহিকতার অভাবের দিকে আঙুল তোলেন। তাঁর দাবি, আগের ম্যাচগুলোয় প্রায় একই ধরনের ঘটনায় ভিএআরের এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখা যায়নি।

ক্ল্যাটেনবার্গ বলেন, 'আমার মূল্যায়ন খুবই সহজ; এই টুর্নামেন্টে রেফারিরা যেভাবে ম্যাচ পরিচালনা করছেন, এই চ্যালেঞ্জ বা ফাউলটি তার সঙ্গে কোনোভাবেই মেলে না। তাঁরা ম্যাচে খানিকটা শারীরিক লড়াইয়ের জায়গা রেখেছেন। তাই এটা যে ফাউল ছিল না, সেই যুক্তি দেওয়ার জায়গাটা থাকে। মাঠের রেফারি যখন সিদ্ধান্ত দিয়েই দিয়েছেন, তখন ভিএআরের মাথা ঘামানোর কোনো সুযোগই নেই। ফাউল ছিল কি না, তা সম্পূর্ণ মাঠের রেফারির তাৎক্ষণিক বিবেচনার বিষয়। এটি মোটেও স্পষ্ট ফাউল ছিল না।'

ক্ল্যাটেনবার্গ আরও বলেন, 'ভিএআর একটু বেশিই চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে এবং মিসরের গোলটি বাতিল করতে তারা যেন ম্যাচের মধ্যে খুঁত খুঁজেছে।'

আর্জেন্টিনার অবিশ্বাস্য কামব্যাক

জয়ের পরও বিতর্ক

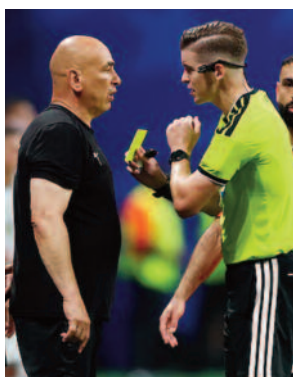

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবিশ্বাস্য কামব্যাক আর্জেন্টিনার,**দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও আবারও আর্জেন্টিনার ত্রাতা হয়ে উঠলেন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপে আটটি গোলও করে ফেললেন তিনি। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, জ্বলে উঠলেন মেসি, লাওতারো মার্টিনেজরা।

পেনাল্টি মিস করে খলনায়ক হওয়ার পরিবর্তে নায়ক হয়েই মাঠ ছাড়লেন মেসি। ২০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন লিওনেল মেসি, কিন্তু মিশরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবেইর তা অসাধারণ দক্ষতায় আটকে দেন। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল মিশর।

দ্বিতীয়ার্ধে ২-০ এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৯ মিনিটে মোস্তফা জিকো বল জালে জড়ালেও ভিএআর-এর সাহায্যে তা বাতিল করা হয়। রেফারি জানান, বিল্ড-আপের সময় লিসান্দ্রো মার্তিনেসকে ফাউল করা হয়েছিল।

তবে আর্জেন্টিনা চাপের মধ্যেও কামব্যাক করতে জানে। ৭৯ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে দুর্দান্ত এক ক্রস ভাসিয়ে দেন লিওনেল মেসি। সেই বলের দারুণ ব্যবহার করেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। কোনও বাধা ছাড়াই জোরালো হেডে বল পাঠিয়ে দেন জালে। এর মাত্র তিন মিনিট পরেই (৮২') নিজের চেনা ছন্দে ফিরে জাদুকরী ফিনিশে ম্যাচে ২-২ সমতা ফেরান অধিনায়ক মেসি। সংযুক্ত সময়ে লওতারো মার্টিনেজের ক্রসে এনজো ফার্নান্দেজের হেডার।

অবশেষে শোবেরের জাল ভেদ করেছে আর্জেন্টিনা।

এদিকে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে রেফারি ও ফিফার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ মিশরের। ম্যাচের শেষের দিকে ডাগআউটে থাকা মিশরের কোচিং স্টাফদের কার্ডও দেখান রেফারি। সংবাদ সম্মেলনে মিশরের কোচ সরাসরি অভিযোগ করেন, 'আজ আমরা আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলিনি, আমরা লড়েছি ফিফা এবং রেফারিদের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।' ৮২ মিনিটে মেসি যখন গোল করেন, সেই মুহূর্তের আগে ফাউলের দাবি তুলেছিল মিশর। কিন্তু ভিএআর চেক না করেই গোলটি বহাল রাখা হয়।